মূল্য ঃ ৫ টাকা

# সত্যের পথ

## যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
মাঘ, ১৪৩২

# সূচীপত্র

**২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা**

**মাঘ ১৪৩২/ফেব্রুয়ারী ২০২৬**


| | | |
|---|---|---|
| ব্রহ্ম সনাতন এক ও অদ্বিতীয় আবার সৃষ্টিতেই বহু | | ৩ |
| জীবন মাঝে অনন্তের একান্ত আহ্বানে | অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫ |
| বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভগবানকে বরণ | তুলি চ্যাটার্জী | ১৫ |
| ঈশ্বর হয়েছেন সবকিছু | মনোজ বাগ | ১৬ |
| ঋষির প্রজ্ঞা ব্রহ্মধনে নিহিত | মানবেন্দ্র ঠাকুর | ১৯ |
| তোমার প্রকাশ | সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি) | ২০ |
| Faith and Devotion to God Leads to Transcendence | Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee | ২১ |



**সম্পাদক :** **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**প্রকাশক ও মুদ্রক :** **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**মুদ্রণের স্থান :** ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**দাম :** **৫ টাকা**



**সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**
**ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী**
**ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি**
**(চতুর্থ তল)**
**কোলকাতা—৭০০ ০৯১**
**দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩**
**(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট**
**সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)**

**সাক্ষাতের সময় ঃ**
**রবিবার বিকেল পাঁচটার পর**

**সম্পাদকীয়***

# ব্রহ্ম সনাতন এক ও অদ্বিতীয় আবার সৃষ্টিতেই বহু

তিনিই সৎ-চিৎ-আনন্দময় হয়ে জগৎ মাঝে রয়েছেন হয়ে ওতপ্রোত। মহাশূন্যে-মহাব্যোমে-আবার সব অবয়বের মধ্যে রয়েছেন নিহিত। অরূপের চেতন কণা হয়ে। ঈশ্বর সদাসর্বদা বিরাজ করেন তাঁর পরম অবস্থায়। আবার তাঁর সব অবস্থাই পরমাবস্থা। এই পরম ভাবেই তিনি তাঁতে অবস্থান করেন। এই পরমাবস্থাটিকেই অনেকে বলেছেন মহাভাব। সাধারণ জীবের নাকি এই মহাভাব হয় না। এ রকম ভাবনাও ঈশ্বর সাধনায় আছে। তবুও যা বাস্তব, বিন্দু থেকে বিভু সর্বত্রই আছে এই মহাভাব। সাধারণ অজ্ঞান, অবোধ মানুষ এই মহাজাগতিক সত্যটি ভুলে থাকে, ঈশ্বরে এই মহাসত্যের বিস্মৃতি নেই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল ভাব আসলে এই মহাভাবই। যা পরম ভাবনায় বা ঐশ্বরিক সত্যে সদা একাত্ম হয়ে থাকে। এই সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থাটিতেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছেন। যে ব্যক্তি এই সত্য সদা প্রত্যক্ষ করছেন তার ব্যক্তিসত্তা তার ব্যক্তিত্বেই বিলীন হয়ে গেছে এবং এটি ব্যক্তির কোন অভিব্যক্তিক অবস্থাও নয়, এটিই ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা। এটি যে কোন সহজ ও সুস্থ ভাবনার মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা। এখানে সুস্থ ও সহজ সেই মানুষই, যিনি ঈশ্বরে বাস করেন ঈশ্বরীয় মহাভাব নিয়ে। যে মানুষের ভিতর সব কিছুকে তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য মতো ছোট ছোট করে দেখার প্রবণতা নেই। যা সব ধরনের সংকীর্ণতার অনেক ঊর্দ্ধে। এখানে ঊর্দ্ধে শব্দের ব্যবহারটিও সঠিক নয়। এক্ষেত্রে বোঝার আছে যে ভাবনা কোথাও আটকে নেই। বাউল তত্বে বলা হয়, সে-ই বাউল আসলে পাগল। আবার সে-ই আসল পাগল, জীবনে সবকিছুই পাওয়ার বোধ যার হয়ে গেছে। এটি মনে প্রাণে সদা ভরপুর থাকার দশা। দিব্যভাবে পরিপূর্ণ জীবাত্মার পরমাত্মার পরম পূর্ণতায় মিলে মিশে থাকার অবস্থা। এটি একটি সহজ সাধনা।

কিন্তু বাসনাশূন্য মন—তাও আবার ধড়ে প্রাণ থাকতে। এ যেন বড়ই বিরল একটি অবস্থা। কথায় বলে, যে যেমন তার বাসনাও তেমন। কীটের বাসনা কীটসম তো হাতির বাসনা হাতিসম। তবে বাসনা ভিতরের অভাব বোধেরই উদ্রেক। রূপক করে বললে বলতে হবে ক্ষুধা রূপ অগ্নির শিখা এটি। যা সদা লেলিহান থাকে হাজারো ঈপ্সায়। যা অভাবের বোধ।

অভাবী মানুষ পেতে চায়। চায় অভাবের পূরণ করতে। চাহিদা পূরণ হলে আর চায় না। পেট ভরে গেলে আর কেউ খাবার চায় না। আবার মানুষের চাওয়ার ধরন মানুষ বিশেষে হয়। পশু পাখি সবারই চাহিদা সবারই নিজের নিজের অভাবের বোধ থেকে হয়। ছোট ছোট ভাবনার অগণন্তি সাধারণ মানুষ সারা বিশ্ব জুড়ে আছেন। আবার বিরাট ভাবনার মানুষও জগতে কম নেই। বিরাট মানুষের চাওয়া বিরাট আকারের। এই চাওয়ার ভাবটি মনে জেগে থাকে, মনের মধ্যে জেগে থাকা অভাব বোধের কারণে। মন চাইছে তাই আমার চাই। কিন্তু কী চাই? যার মন যা চাইছে সে তার চাই।

সেই ঘোরেই কেউ চাইছি দু-মুঠি অন্ন আর কুঁড়ে ঘরের চাল ছাইবার কিছু খড়। কেউ চাইছি গজদন্তমিনার। ঈশ্বরের এই অভাব বোধ নেই। তাঁর ভিতরের সব হওয়া না হওয়া চলে তাঁর মহাজাগতিক নিয়ম মেনে। তাঁর ভিতরের তাঁর লাভালাভের সমস্ত দায়ও তাই তাঁর নিজের। তাঁর সবটা ঘটে তাঁরই নিয়মে। তাঁর কৃতিত্বটি যেমন কাউকে দেখানোর নেই, তাঁর ভাগীদারও কেউ নেই। ফলে তাঁর সব সৃষ্টির আনন্দ যেমন তাঁরই থাকে, তাঁর ধকল শেয়ার করার সাথীও তিনি নিজেই। ঈশ্বরের আনন্দের ভাগী হওয়া বা কষ্টের অংশীদার হওয়া, সীমিত আধারের চেতন সত্তাদের হয়ও না। কিন্তু এটা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান নয়। আমার শরীরের কষ্ট বা উদ্দীপনা আমি নিজেই বুঝছি না, এটা একটি সুস্থ শরীরের লক্ষণ নয়। যদি এমনটা হয়, তা হলে বুঝতে হবে, কোথাও কোন ব্যাত্যয় ঘটেছে। অনিয়ম হয়েছে। একটা DISCONNECTION ঘটেছে। জুড়ে থাকলে যা ঘটার, বিচ্ছিন্ন থাকলে সেটি হবার নয়। এ নিয়ম জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঈশ্বরের এই অবস্থা হয় না। ঈশ্বরের নিজের সঙ্গে নিজের ডিস্কানেকশন হয় না।

তিনি থাকেন তাঁর সবটা জুড়ে। অথচ কোন কিছু নিয়েই অধিকার বিলাস যেন তাঁর নেই। ঠিক এই জায়গাতেই জীবসত্তার সঙ্গে তাঁর ভিন্নতা। জীবাত্মা আটকে থাকে নিজের সংস্কারে, তার ভালো লাগা, মন্দ লাগায়। যেন তার সংস্কারের সমষ্টিই তার জীবন। এসবের অনেক ঊর্ধ্বে ঈশ্বর সত্য। যেন থেকেও নেই। আবার তিনি কালের বাইরের কেউ, এমনটা নয়, তিনিই কাল। মহাকালস্বরূপ হয়েও তিনি কালের অধিকারে নিজেকে রাখেন না। তা হলে কালের বা স্বভাব, সব কিছু নিজের অধিকারে রাখা বা অধিকার করা, এই নিয়মে তিনিও বাঁধা পড়ে যাবেন। চক্রবর্তী সম্রাট নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে আটকে থাকলে বাকি অঞ্চল জুড়ে অরাজকতা হবে। ঠিক এই জায়গাতেই তিনি কালাকালেরও অতীত। কাল তার অধিকারে ঈশ্বরকে পায় না। তিনি দেন না বলেই কাল তাঁকে পান না। কালকে তিনি সেই অধিকার দিলে, কাল তা পেত। মহারাজা সব প্রজারই মহারাজা। মন্ত্রী-সান্ত্রীরও তিনি মহারাজা। তাই বলে তিনি কারোরই হাতেরও পুতুল হন না। মহারাজা কারোরই একার হন না কখনই। কারণ এটা তাঁর নিয়ম নয়। ঐশ্বরিক সত্তায় তাই কোন সীমায়ত সত্য নিয়ে আটকে থাকার ঘটনা কখনো এবং কোথাও নেই।

(*এই বিশেষ সম্পাদকীয়টি লিখেছেন **মনোজ বাগ**)

# জীবন মাঝে অনন্তের একান্ত আহ্বানে

## অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের কর্মপথে কর বরণ দেবসূর্যের প্রত্যয়স্নাত জীবনের নিত্য জাগরণের পর্বে। দেবতার এই বিকাশ পর্ব হবে বিচিত্র সাবিত্রীর কৃপাস্নাত আলোর প্রদীপ নিত্য পথে। ভগাবান এই সৃষ্টির সবকিছুকে সমগ্রভাবে নিবেদন করে রেখেছেন। এমনই জীবনের গভীর বিকাশ হয়ে চলেছে বিস্তৃত বিরূপ প্রকাশমান চেতন সমূহ। মানবের মাঝে হয়েছে বিস্তৃত বিকশিত। সৃষ্টির সব পর্বেই ঘটে চলে অনন্ত বিকাশের ক্রমবিস্তার যা কিছু হয়েছে সবই সৃষ্টির সেবায় রয়েছে। নিবেদিত একান্ত উন্মোচনে। দেবতার দান এই সবই। তিনিই হয়েছেন ক্ষুদ্র সব জীব। হয়েছেন যেন স্বতঃই এক জীব। প্রবাহ দিয়েছেন জীবন এক অনন্য প্রবাহমানতার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে চলেছে। এমনই বিশেষ প্রকরণ অথবা সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করার সূচনা হয়ে চলবে সদাই। জীবনের এই বিশেষ প্রবাহমানতায় মন হয়ে ওঠে একান্ত স্থির অচঞ্চল। চেতনা জাগ্রত হবার যে প্রেরণার আহ্বান সেটিই হয়ে উঠবে জীবনমাঝে একান্ত নিবেদক। যে প্রাণ পারবে এই নিবিড় নিবেদন উপহার দিতে সেই প্রাণই উপযুক্ত হয়ে উঠবে। জীবনকে আরও দৃঢ়ভাবে বরণ করে নিয়ে জীবন পথে দিব্য শক্তিকে নিবিড় বরণ করে নিয়ে স্থিত যে তারই হবে নিত্য সনাতনের উপলব্ধি। সেই প্রাণই বিকশিত হয়ে উঠবে।

Break through moments are often the result of many previous actions, which build up the potential required to unleash a major change. This pattern shows up everywhere. Cancer spends 80 percent of its life undetectable, then takes over the body in months. Bamboo can barely be seen for the first five years as it builds extensive root systems underground before exploding ninety feet into air within six weeks.

Similarly, habits often appear to make no difference unfil you cross a critical threshhold and unlock a new level of performance. In the early or middle stages of any quest there is often a velly of disappointment. You expect to make progress in a linear fashion and its frustrating how ineffective changes can be seen during the first days, weeks and even months. It doesn't feel like you are going anywhere. It's a hallmark of any compounding properful outcomes are delayed.'

(James Clear, Atomic Habils, Tiny Changes, Remarkable Results, Penguin Random House, UK, 2018, p. 20.)

জীবন চলে এক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। কখনও উঁচুতে, কখনও বা নীচে এসে যায় জীবনের এই পথ চলা। পথ চলার মধ্য দিয়ে জীবনের সব পর্ব এগিয়ে চলে। কখনও একান্তে কখনও বা সব কর্মজীবনের মধ্যে এগিয়ে চলবে জীবনের পথচলা। যেমন করে চেতনার জাগরণ হয়ে ওঠে তেমনি হয় চরিত্র গঠন। চরিত্র নিরুপণের মধ্য দিয়ে স্বভাব প্রস্তুত হয়ে যায়। স্বভাবের সূত্র আসে চরিত্র ও তার উপাদান থেকে। চরিত্র নিরুপণ হয় চেতনার গুণ ও চেতনার ভিতর যা কিছু রয়েছে উপাদান সে সবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নিত্য নিরঞ্জনের এই জগৎ বিস্তার গড়ে ওঠে নিত্য নিরুপণের মধ্য দিয়ে। চেতন থেকেই গড়ে ওঠে চরিত্র। বিশ্বাস যদি জাগে ভগবানের প্রতি, তেমনই হয়ে ওঠে চরিত্র। ভগবৎ বিশ্বাস হলে তার চরিত্র হয়ে ওঠে অন্তর মুখি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরীয় গুণ মানুষে হতে পারে।

"ঈশ্বর অনন্ত হোন আর যত বড় হোন, তিনি ইচ্ছা করলে তঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়েছেন, এটি উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গোরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো; পাটা বা লেজটা ছুঁলেও গরুকেই ছোঁয়া হল। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। বাট দিয়ে দুধ আসে। সেইরূপ প্রেমাভক্তি শিখাইবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১১ মার্চ, ১৮৮৫, বলরাম বসুর বাড়ীতে গিরীশ মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।)

মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত ভাগবতী গুণাবলী জাগিয়ে তুলতে হবে। আসতে হবে এই ভাগবতী বিকাশ ক্ষেত্রে। ভাগবতী ক্ষেত্রই জীবনের একান্ত অনন্ত বিস্তারী সব প্রভাকে বরণ করবার জন্য। যেমন করে হবে জীবনের উত্থান তার পর্ব সূচনা হয় নিরঞ্জন

নির্বিশেষ একান্ত বিকাশের প্রয়াসে। এই প্রয়াস হয়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে জীবন মাঝে ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ক্রম বিকাশের পর্বে একটু একটু করে গড়ে ওঠে ভক্তির ভাবসমূহ। ভক্তির ভাবসমূহ ফুটে ওঠে যদি ক্রমে আকর্ষণ হয় প্রস্তুত। আকর্ষণ হতে পারে বহুভাবে। যেমন মানবের এই নিত্য ভাববিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য হয়ে ওঠে একান্তভাবে ভগবানকে বরণ করে নিয়ে ভালবাসা দিয়ে বরণ করতে।

**দেববিকাশ জীবন প্রবাহে ঃ** বি শত্রুন্ বি মৃধঃ নুদ; বি বৃত্রস্য ইহ নু রুজ।
বি মন্যুম ইন্দ্র ভাসিতঃ অমৃতস্য অভিদাসতঃ।
এতারাম ইন্দ্রম অবিত্রাম ইন্দ্রং হবে হবে সুঃ এবম সুরম ইন্দ্রং।
হুবে নু শত্রুং পুরুহুতম ইন্দ্রং স্বস্তি নঃ মঘবা ধাতু ইন্দ্রং।
(ঋ. বে ৬/৪৭/১১, তৈ.স. ১/৬/১৫-১৬)

অদিব্যের প্রভাব যতই হয়েছে জীবনে হোক বিনাশ ইন্দ্র শক্তিতে
সাধন প্রাণের মাঝে এসেছে ক্ষণ নিতে আশ্রয় দেবতার জড় বিচার।
এখন ভগবৎ প্রতীতি করবে যে প্রাণ গ্রহণ বিজয়-দৈবী বিকাশ হবে
স্বতঃই প্রকাশে হয়ে ভগবৎ নিবেদিত সাধন প্রাণ চলবে এগিয়ে দিব্যপথে।
এখন এসেছে সময় সাধন প্রাণের মাঝে করতে উন্মোচন নিত্য পথের প্রকাশ
যে পথের হয়েছে নিত্য সাধন সংস্কার পরিপূর্ণতায় বৃত জগৎ চেতন সঞ্চালনে।
দিব্য ভাবপ্রবাহ করতে রচনা এখন নিত্য বিকাশের এই ক্ষণ পর্বের প্রকাশে
হোক দেবপ্রজ্ঞার সঞ্চার জীবনের স্বতঃ উন্মোচনের এই ব্রতপথে।

**জীবন পথে ব্রহ্ম সহযোগ ঃ** মা তে অস্সাং সহসাধন পরিষ্টায় ভূমা অবায়।
হরিদঃ পরাদৈ। ত্রায়স্ব নঃ অবৃকেভিঃ বরুথেঃ।
তব প্রিয়াসঃ সুরিষুঃ স্যাম।। (ঋ. বে. ৭/১৯/৯, তৈ. স. ১/৬/১২/১৭)

এসেছে দীপ্তি হয়ে আলোকময় এই স্তিমিত। চৈতন্য প্রকাশে।
পরম তোমায় করে বরণ সাধক জীবনের মাঝে জগৎ জনের নিত্য প্রবাহে।
পরম চেতনের দান এই চৈতন্য শক্তি হয়েছে জীবনের অভ্যন্তরে।
এখন হয়েছে সময় একান্ত অনুভবের দীপ্তিতে হয়ে উঠতে স্বতঃই ভাস্বর।
সাধন জীবনের এই উত্তরণ ক্ষণে হয়েছে এখন পার্থিবের নিয়ন্ত্রণ।
দিব্য চেতনের এখন হয়েছে উন্মোচন জগৎ কর্মের একটি বিস্তারে ও পর্বে
প্রজ্ঞার নির্যাস হবে এখন জীবন পর্বে পর্বে নিত্য স্বাতন্ত্রে।
দিব্য প্রজ্ঞার প্রবাহে আপ্লুত এই জীবন প্রবাহ এখন হবে মূর্ত জীবনের পথ মাঝে।

**দেবকৃপার রথে চেতনার জাগরণে** অনবস্তে রথম অশ্বায় তক্ষন
তৃষ্টা বজ্রম পুরুসৃত দ্যুমন্তম্।
ব্রহ্মণ ইন্দ্রম মহায়ন্তঃ অর্কেঃ।
অবর্ধায়ন্ন অহয়ে হন্তবা উ। (ঋ. বে. ৫/৩১/৪, তৈ.স. ১/৬/১২/১৮)

চেতনার জগরণ পর্ব এসেছে হয়ে জীবনের সাধন ধন।
যেমনে হয়েছে ক্ষুদ্র চেতন মার্গে চেতন সংযোগ।
যেমন করে এসেছে প্রবাহ জগৎ মাঝে দেব বিজয় প্রয়াসে।
যদি জীবনের সব প্রবাহ হয়ে কাল প্রবাহী হয়ে অস্তগামী।
এখন সময় হয়েছে করতে অনুধাবন অদিব্যের সব শক্তি আর প্রবাহ।
করতে বিজয় ঐ অদিব্যের ভাবপ্রদাহে এখন চাই জীবনের উন্মোচন

স্বতঃই হয়ে স্বতঃই বিস্তৃত প্রজ্ঞার আবাহন আর সঞ্চার পর্বে।
দেবচেতন হবে জাগ্রত এখন এই মানবের নিত্য প্রয়াসের পর্বে পর্বে।।

**এসেছে জীবন মাঝে অনন্তের আহ্বান ঃ**

বৃষ্ণে যৎ তে বৃষ্ণঃ অর্কঃ অর্চনঃ।
ইন্দ্রঃ শ্রাবানো অদিতিঃ সজোষাঃ।
অনশ্বাসঃ যে পবয়ো অর্থা।
ইন্দ্রঃ ইষিতা অভিঃ অবতন্ত দস্যুন্। (ঋ. বে. ৫/৩১/৫, তৈ. স. ১/৬/১২/১৯)

অনন্তের আহ্বান এসেছে জীবন মাঝে স্বতঃই।
দেবতার শক্তি হয়েছে প্রকাশ এই জ্ঞান প্রদীপে
দৈবী চেতনের পরশে হয়েছে জাগ্রত নিত্য চেতন জীবের অন্তর মাঝে।
আলোর আহ্বান হয়েছে মূর্ত চেতন সংবেদে জীবন কর্মের পথে।
যে প্রজ্ঞার পরশ এসেছে জীবন মাঝে আলোর বিস্তৃতির পর্বে।
এখন প্রজ্ঞাপথের সজল বাধার শক্তি হবে নিঃশেষ দেবশক্তিতে।
জীবন পথে চলবে এগিয়ে নবীন চেতন রথ সদা উন্মোচনে
আবার যদি আসে জীবনের মাঝে আহ্বান নবীন সাধন পর্বের সংযোগে।

ভক্তি একটি দুষ্পাপ্য বস্তু। একটু পরিমাণ আগ্রহ ও আকর্ষণ থেকে ভক্তি গড়ে ওঠে। ভক্তির এই গড়ে ওঠার মূলে রয়েছ ভগবানের জন্য ভালবাসা। ভগবৎ ভালবাসা যদি একটু গড়ে ওঠে তবে তাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তুলতে হয়। দুধকে তাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্থন করে চলতে চলতে মাখন তৈরী হয়ে যায়। দুধের পরিবর্তে যদি ওটি জল বা অন্য তরল হয় তবে তার শত সহস্র মন্দনে মাখন প্রস্তুত হয় না। মাখন হতে হলে সূচনায় থাকে দুধের অস্তিত্ব। অবয়বে চরিত্রে—মৌলিক গুণ প্রকাশে হয়ে উঠতে হবে এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই প্রকাশটিই হবে এখন জীবন মাঝে বহু আকাঙ্খিত সদ্ গুণাবলীর সমন্বয়ে রয়েছে যার চরিত্র বিন্যাস হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বহু সম্ভাবনার সূত্র ও তার উপাদান। শুভ্র চরিত্রই মৌলিক সম্পদ। সত্য নির্ভর এই শুভ্র চরিত্র। এই চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে নবীন সম্ভাবনাসমূহ। নবীন সম্ভাবনাগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জীবনের ভক্তিপথ ও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলার মধ্যে। বিশ্বাস যদি ভগবানের উপর গড়ে ওঠে তবে ঐ বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই হবে ক্রমে নির্ভরতার সূচনা। বিশ্বাসকে নির্ভর করেই এগিয়ে চলবে ক্রমে ভগবৎ পথে এগিয়ে চলবার প্রয়াস। ভগবৎ পথের এই প্রয়াসটি রাতারাতির নয়। হঠাৎ করেই হাতের মুঠোয় আসবে না এই পর্ব। ক্রম প্রয়াসে গড়ে নিতে হয় জীবন মাঝে সদা ভাস্বর এক আহ্বান। ঐ অনন্ত তিনি এই পরম প্রকাশের পর্বে ভক্তির ক্রমসঞ্চার এনে দেন জীবনের ক্রম রূপান্তরে।

All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single, tiny decision. But as that decision is repeated, a habit sprouts and grows stronger. Roots entreanch themselves and branches grow. The task of breaking had habit is like uprooting a powerful oak within us. And the task of building a good habit is like cultivating a delicate flower one day at a time.

But what determines whether we stick with a habit long enough to survive the plateau of latent potential and break through to the other side? What is it that causes some people to slide into unwanted habits and enables others to enjoy the compounding effects or good ones?

Prevailing wisdom claims that the best way to achieve what we want in life – getting into better shape building a successful business, relaxing more and worryng less, spending more time with friends and family – is so set specific actionable goals .... The goal had always been there. It was only when they implemented a system of continuous improvements that they achieved a different outcome.

(James Clear, Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results, Penguin, Random House, UK, 2018, p. 22.)

ভগবানে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা থাকলে ক্রমে ভক্তির সঞ্চার হতে পারে। শ্রদ্ধা প্রস্তুত হতে পারে অন্তর মাঝে। শ্রদ্ধা প্রস্তুত হতে পারে যদি জানা যায় প্রকৃতভাবে ভগবৎ স্বরূপ। ভগবৎ স্বরূপ জানতে হয় ভগবানের জগৎ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ভগবানের

জগৎ প্রকাশ তাঁরই রূপের মধ্য দিয়ে। রূপ প্রকাশের পরম্পরা থাকে। পরম্পরাটির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস যখন হয়ে উঠবে শক্তিময় ভগবৎ বিশ্বাসও হয়ে উঠবে দৃঢ়। ভগবৎ বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে হবে নিত্য নিরঞ্জনের বিপুল প্রকাশের এই ক্ষণ ব্যাপ্তিতে। বিশ্বাস মনের মাঝে বহু ধারণা হয়ে থাকলে তাকে রুখে দিয়ে একান্ত একমুখি ধারণায় গড়ে ওঠে। এমন সময় একমুখি ধারণাকে সংহত করেই একমুখিভাবে একান্তভাবে গড়ে ওঠে তখন একই ভাবে ভগবৎ অভিমুখি হয়ে উঠতে পারে চরিত্রের দৃঢ়তা, সততা, নিষ্ঠা আর ভগবৎ নির্ভরতার মধ্য দিয়ে। নির্ভরতা ভগবৎ ভাব প্রকাশ বা ভাব সংবেদের উপর যে আস্থা তার ব্যাপ্ত প্রকাশ হয়ে উঠবে জীবন পথচলায়। শুভ্র চরিত্রের জীবন মাঝে ভাগবতী বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে এক নিশ্চিত একাগ্রতায় হয়ে ওঠে নিত্য পথের মধ্যে হয়ে উঠতে নিশ্চিত পথের মধ্যে একমুখি ভাগবতী নিবেদনের পথ দিয়ে একান্তভাবে স্বতঃই গড়ে তুলতে আকর্ষণ। জীবন মাঝে যখন ভগবানের জন্য আকর্ষণ সূচনা হয় তখন ক্রম বিন্যাসে ঐ আকর্ষণ হয়ে ওঠে যেন এক ক্ষণ যখন প্রয়াসীর চেতন বিকাশ হয়ে ওঠে জীবনের জন্য একান্ত প্রকাশের ক্ষেত্র ও ক্ষণ। নির্ভরতা আর আকর্ষণ সমন্বিত হয়ে চলবে ভাগবতী আকর্ষণের এগিয়ে চলা। এই ক্ষেত্রটিতে এখন ক্রমশঃই ভক্তিলতার গড়ে ওঠা ও বেড়ে চলবার সময়। এমন করেই চলবে জীবন পথের ক্রম বিকাশের এই ক্ষণের মাঝে। এই ভক্তিলতাই বিশ্বাসের গাছটিকে জড়িয়ে ধরে রাখে, ধরে রাখে। ভক্তির প্রকাশ ক্ষণেই আসে জীবনের রূপান্তর একান্তভাবে।

**জীবনদায়ী দৈবী মুক্তির পথে ঃ**

পাকযজ্ঞং অন্বাহিতং অগ্নেঃ পশব উপ তিষ্ঠন্ত
ইড় খলু বৈ পাক যজ্ঞং সঃ এষ অন্তরা প্রয়াণ
অনুয়াজান্ যজ্ঞমানস্য লোকে অবহিতা। তম অহির্য়
মানস মন্ত্রয়তে স্বরূপ বর্ষা বর্ণ এহি ইতি।
পশবঃ বা ইড পশুন্ এব উপ হবয়তে।। (তৈ. স. ১/৭/১/১-২)

অনন্ত আলোর উৎস রয়েছে তোমায় রূপের প্রকাশানে।
সাধন পথের এই যজ্ঞ নিবেদনের এই প্রবাহ পর্বের অগ্নিচয়নে।
জড় সম্ভার হয়েছে যদি দেবভুক্তির এই উদ্যোগ পর্বের সূচনায়
আহুতির ক্ষণ মাঝে হোক জীবনের এই পথচলায় সব বন্ধন থেকে মুক্তি।
করেছি বরণ যে দেবপ্রজ্ঞায় হয়েছে জীবন মাঝে একান্ত স্ফূর্তি স্বতঃই।
এখন জীবন প্রবাহ হয়েছে মূর্ত ঐ দৈবী অভীপ্সার রঙে হয়ে রাঙায়িত।
ভগবৎ কৃপার প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে স্বতঃই নিত্য সহযোগের এই ক্ষণে।
অমূল্য রতন ঐ দৈবী চেতন এখনই হবে নিত্য বিকাশী নিয়ে ভাগবতী বার্তা।

**জীবন যজ্ঞে দেব বরণ**

যজ্ঞম বৈ দেবা অদুহ্রণ যজ্ঞঃ অসূরান্ অদুহৎ তে অসুরা।
যজ্ঞ দুগ্ধাঃ পরা অভর্বন্ যঃ বৈ যজ্ঞস্য দোহং বিদ্বান্।
যজতে অপি অন্যাস যজমানম দুহে। সামে সত্যঃ অসি।
অস্য যজ্ঞস্য ভূয়াৎ ইত্যাহু এষ বৈ যজ্ঞস্য দোহঃ তেন এনম এব দুহে।

যজ্ঞের এই আহুতি হয়েছে গৃহীত দেবতার দ্বারে।
যেমন করে হয় নতুন ভাবনার নবীন প্রয়োগের এই পর্ব মাঝে।
পথমাঝে শুনেছি ভাবে এখনই তোমার এই আহ্বান নবীন জীবনের তরে।
নতুন ভাবে তোমায় চেয়েছি করতে বরণ জগতের এই পর্বে।
এখন পেয়েছি দিব্য সাধন রতনে জীবনের জাগরণ প্রবাহে।
তোমারই জ্ঞান পর্বে হয়ে পরিপূর্ণ সাধন পর্বের এই একান্ত প্রকাশ
তোমার চেতনার এখন জগৎ বিজয় হবে ভাগবতী ভাব প্রবাহের এই পর্বে।
ভাগবতী প্রবাহ দিয়েছে জীবনের রূপ বদল করতে সদাই জীবন পথে।

**দেবতার দানে**
**ব্রহ্ম সংবেদ ঃ**

প্রত্তা বৈ গৌঃ দুহে প্রত্তা ইত্য যজমানায়
দুহা এতে বৈ ইদয়ৈ স্তনা ইড উপহুতেতি বায়ুঃ বৎস।
যর্হি হোতা ইদম্ উপব্যহেতি তর্হোঃ
যজমানঃ হোতারাম ইক্ষমানো বায়ুম মনসা
ধ্যায়েন মাত্রে বৎসম উপব স্রিজাত। (তৈ. স. ১/৭/১/৫-৭)

দেবতার দান এসেছে এখন মানবের এই জাগরণ পর্বে।
যজ্ঞের ধন এসেছে জীবনের দেবতায় করতে নিবেদন।
এখন জীবনের যজ্ঞপথের অনুপম আবর্তে যখনই হয়েছে সময়।
যখন সব জড় বাধার সীমা করে অতিক্রম চলবে এগিয়ে।
এগিয়েছে জীবন জগতের সব জড় আকাঙ্ক্ষার ক্ষণ প্রয়াসে।
বাধার সীমা করে অতিক্রম হবে জীবনের নবীন জাগরণ।
এখন হোক উন্মেষ জীবনের পরিচয় নিতে হবে মনের বার্তায়।
ব্রহ্ম সংবেদ আসুক জীবনের পর্বে পর্বে ভগবৎ উপলব্ধির পথে।

**জাগরণ প্রয়াসে**
**দিব্যচেতন ঃ**

সর্বেনঃ বৈ যজ্ঞেন দেবাঃ সুবর্গম লোকম আয়ন
পাকযজ্ঞেন মনুঃ আশ্রমৎ সঃ ইদং মনুম উপবর্ততা তম
দেবাসুরা বাহব্যয়ন্ত প্রতীচীম দেবঃ প্রাচীন্ অসুরাঃ
দেবানঃ উপবর্ততা পশবঃ বৈ। তৎ দৈবান অবৃনতা পশবঃ অসুরান্ অজতুঃ।
(তৈ. স. ১/৭/১/৭)

এসেছে এখন বার্তা ঐ দেবতার দেবচেতন অর্জনের পথ করে উন্মোচন।
জীবনের সংগ্রহ যা কিছু এসেছে কর্মপথে দিয়েছি করে উজাড় এখন।
জীবনের এই কর্মক্ষেত্র হয়েছে এখন পূর্ণ ভগবৎ কৃপার স্পর্শ পথে।
যে সংবেদ হয়েছে জীবনের জন্য সৃষ্টির আদি পর্বের মাঝে।
অদিব্যের সব শক্তি হয়েছে দমন দিব্য চেতনের আনুকূল্যে।
এখন হয়েছে ক্ষণ দেবাসুর সংগ্রামে করতে দমন অসুর প্রভাব পূর্ণতায়।
দিব্য চেতনেরে করে আহ্বান জীবনর মাঝে চেতনের নবীন অভিযানে।
হোক নিবেদন ভগবানে প্রাণের সব শক্তির পূর্ণ সংগ্রহে জীবনের জাগরণে।

বিশ্বময় যা কিছু হয়েছে জাত, আর যা কিছু হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত জীবনময়; সবই হয়েছে জাত ভগবানের বিশ্বপ্রকাশরূপ। ভগবান বিশ্বপ্রকাশ হয়ে রয়েছে সব জীবনের মধ্যে স্বতঃই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বিশ্বময়। বিশ্বমাঝে জীবনসমূহ এসেছে স্বতঃই ঐ মহাপ্রাণ হতে। এই মহাপ্রাণই সব প্রাণের মধ্যে রয়েছে স্বতঃ বিরাজিত। এই স্বতঃই বিরাজিত প্রাণসমূহ মহাপ্রাণের বিশ্ব ব্যাপ্তির বিকাশ রয়েছে এই বিকাশমান অবস্থার মধ্যে হয়ে রয়েছে সব প্রকাশরূপ হয়ে রয়েছে স্বতঃ বিস্তৃত। জীবন সমূহ হয়ে রয়েছে স্বতঃ প্রকাশের অপেক্ষায়। জীবন মহাজীবনের প্রতিনিধি হয়েই রয়েছে জগৎ মাঝে বিস্তৃত। এমন বিস্তৃতির মধ্য দিয়েই আসবে জগৎ মাঝে জীবনের স্থিতি ও বিকাশ। জীবন যেমন করে হতে চায় বিস্তৃত তেমন একটি অবস্থা যার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে জীবনের যাত্রা। জীবনের এই যাত্রাপথ হয়ে চলে নতুনের অভিযান যার মধ্য দিয়ে চলবে এগিয়ে জীবনের দিব্য নিত্য প্রকাশ। এই পর্বের মধ্যেই হয়েছে নবীন প্রকাশের তাৎপর্য। এমন করেই হয়ে চলেছে জীবনের মধ্য দিয়ে চলবে নবীন আহ্বান আর নবীন প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যে সব বিকাশপথ এগিয়ে চলবে এই বিস্তৃত আগামীর অভিমুখে তারাই হবে জীবনময় ব্যাপ্ত হয়ে চলবে একান্ত প্রকাশে।

The French philosopher Devis Diderat lived nearly his entire life in poverty, but that all changed one day in 1765.

Diderat's daughter was about to be married and he could not afford to try for the wedding. Despite

his lack of wealth, Diderot was well known for his role as the co-founder and writer of Encyclopedie, one of the most comprehensive encyclopedias of the time. When catherime, the great, the empress of Russia, heard of Diderot's financial troubles, her heart went out to him. She was a book lover and greatly enjoyed his encyclopedia. She offered to buy Diderot's personal library for GBP 1,000 more than $ 150,000 today. Suddenly Diderat had money to spare. with his new wealth has not only paid for the wedding but also acquired a scarlet robe for himself.

(James Clear, Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results, Penguin, Random House, 2022, p. 72.)

উপলব্ধির প্রবাহ যখন আসে জীবনের মাঝে, যেমন জীবনের এই পথ চলার পর্ব হয়েছে জীবনের মধ্য দিয়ে হয়েছে এগিয়ে চলবার এক পর্ব। এমন পর্বই যখন জীবন মাঝে আসে এক প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই চলবে এগিয়ে। এই প্রতিশ্রুতি হল জীবন মাঝে একান্ত অনুভব পর্বকে ক্রমে সত্যের পটভূমিতে গড়ে তুলতে পারে। একান্ত এই চেতন বিকাশ পর্বের মাাঝে সদাই হবে বিকশিত নবীন সত্যের নবীন পর্বে। উপলব্ধির বর্ণনা সর্বদাই হয়ে ওঠে নতুন। উপলব্ধি নতুন করেই বুঝিয়ে দেয়।

যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি
তৎ বিজিজ্ঞাসস্বঃ। তৎ ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয় উপ. ৩/১/১)

সত্যের অনুভব অর্জনের পথে যে উপলব্ধির প্রবাহ তারই জীবনের সঞ্চয়কে ধারণকরেই চলতে হয় এগিয়ে। যে পেয়েছে সত্য উপলব্ধির প্রেরণা হয়েছে তৎপর ঐ উপলব্ধি অর্জনের পথে। ক্রমেই ফুটে ওঠে উপলব্ধির আয়নায়। জগৎ প্রপঞ্চ যেন ভগবানের দানে গড়ে ওঠা এক মহতি জীবন অরণ্য। জীবন অরণ্যময় হয়েই বিস্তৃত হয়েছে নানা রূপে। একই সত্য তার পরমার্থকে বরণ করেই এগিয়েছে সব প্রাণ। পরমার্থের খোঁজ হয়েছে কিন্তু জীবনে বরণ হয়ে ওঠেনি। এমন ক্ষণেই অনুভবের সব প্রকাশরূপ যেন গুলিয়ে এসে একটি বিন্দুতেই অবস্থান করতে চায়। এই বিন্দু ব্রহ্ম বিকাশের আদি বীজ। ক্রমসঞ্চারে এই বিকাশকে নানা অবয়বে বরণ করে নিয়েছে বিশ্বমাতা। প্রতিটি অবয়বের রয়েছে তারই মত হয়ে উঠবে প্রকাশতনু। সঞ্চিত সংস্কারকে এগিয়ে দেবেন জীবাত্মা স্বয়ং জীবের জীবন চেতনে। ক্রমশ এই জীবন চেতনই বিকশিত হবে জীবনে। এই বিকাশই আবার নিয়ে আসবে নবীন সত্যকে সরাসরি আবাহনে। এমনই সাধন বিকাশের পথে ঋষির প্রজ্ঞার বিস্তার ঘটেছে। ঋষিগণ জানা সত্যকে বরণ করেই ডুব দিয়েছেন। অনন্ত প্রকাশ পরম সত্য এখন ঋষির ধ্যানে মননে উন্মুক্ত হয়েছে। যা কিছু হয়েছে জীবন প্রাপ্ত যত প্রাণ এসেছে এপর্যন্ত; যা হবে আগামীতে যুক্ত সবই ব্রহ্মপ্রকাশ। ব্রহ্মসত্যই হয়েছেন জীবনের সত্য।

**সত্যসাধন ব্রতপথে**
**ব্রহ্ম মার্গ ঃ**

যং কাময়েতা পশুঃ স্যাৎ ইতি পরাচীং।
তস্য ইদং উপ হব্যেতা অপসুঃ এব ভবতি।
যং কাম্যেতা পশুমান্ স্যাৎ ইতি প্রতি চীম্
তস্য ইদম্ উপ হব্যেতা পশুমান এব ভবতি।। (তৈ. স. ১/৭/১/৮-৯)

মানবের আহ্বান হোক স্বতন্ত্র পশুর চেতনার পশুবৎ প্রেরণা হতে।
সাধন পর্বে কর আহ্বান ভগবত্তায় জীবন কর্মের নিত্য প্রবাহে।
দেবশক্তির কৃপাপরশ এখন জীবনের জাগরণের ক্রম উন্মেষে
হোক জীবন মাঝে তোমায় করে বরণ একান্ত বরণে জীবন চলার পর্বে।
যে বাণী এসেছে একান্ত চেতনে ভগবৎ ভাব করে বরণ জীবনে
হয়েছে স্বাতন্ত্রের এক অনাবিল ভাবরাজি অনুক্ষণ ব্রহ্ম স্পন্দনে।
সত্যধন হয়েছে সদাই সাধন পথের জীবন ব্রত এই জগৎ পথে
পাশবিক বৃত্তির সব প্রভাব এখন হবে অতিক্রম জীবন চেতন পর্বে

**চৈতন্যের জাগরণে**
**ব্রহ্মদীপ্তির সূচনা জীবনে ঃ**

ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি স ত্বা ইদম্ উপহন্যেতা যঃ
ইদম উপহুয্যা আত্মানাম ইদমে উপহব্যেতা ইতি।

স নঃ প্রিয় সুপ্রতুতীঃ মঘোনি ইত্যাহ
ইদম এব উপযুয়া আত্মানম্ ইদ্যাম উপ হব্যতে। (তৈ. স. ১/৭/১/১০-১১)
ভগবৎ পথে এগিয়েছে জীবন মার্গে যত ভাগবতী পথিক
এসেছে পরিণামে আবাহন চলতে এগিয়ে নিত্য পথের সদা আহ্বানে।
চেতনের উন্মেষে হবে জাগ্রত দিব্য বার্তা স্বতঃ প্রয়াসে চলতে এগিয়ে।
প্রাণের সূত্র হয়েছে যেমনে দিব্যচেতন জাত হয়ে জীবনের পর্বে।
এখন প্রাণের আকূতি হতে ভাগবতী পথের নিত্য নিয়োজন স্বতঃই
যে ভাবনায় হয়েছে স্নাত অনন্ত সম্ভাবনার এই পরম মার্গে একান্তে।
সাধন ধন হয়েছে মূর্ত ভাগবতী ভাব প্রদীপ নিত্য ভক্তি প্রসাদে।
যে ভাব ও ভাবনায় হয়েছে ভাস্বর মানবের জীবন মাঝে ব্রহ্মদীপ্তি।

**ব্রহ্ম চেতনের জীবন অন্বয়ে ঃ**

বৃহস্পতিঃ তনুতাম ইমম্ ন ইত্যাহঃ
ব্রহ্মণা বৈ দেবানাম বৃহস্পতিঃ। ব্রহ্মণা এব যজ্ঞম সংদধাতি।
বিচ্ছিন্নাম যজ্ঞম্ সংইমম, দধাতু ইত্যাহঃ
সন্তাত্য এব যজ্ঞম দেবেভ্যঃ অনুদিশতি।
ব্যাষ্টম ইব বঃ এতদ যজ্ঞস্য যৎ ইড় সামিপ্রশ্নান্তি সামি মার্জয়ন্ত এতদ
প্রতি বঃ অসুরানাম যজ্ঞঃ ব্যচ্ছিদাত্তা ব্রহ্মণাদেবাঃ সমদাদুঃ। (তৈ. স. ১/৭/১/১৩-১৫)
সমর্পণের ক্ষণ এসেছে যদি সাধন পর্বে কর নিবেদন সার্বিকে
ভাগবতী ভাবনায় করে আহ্বান চলতে এগিয়ে জীবনের কর্মপথে।
সমর্পণের আগ্রহ হয়েছে যখনই মূর্ত দেবতার কৃপার পর্ব হয়েছে উন্মোচিত।
জীবনের পরম জাগরণের ক্ষণ এখন হয়েছে উন্মোচন অনুভবের প্রবাহে।
ভগবৎ চেতনে হতে স্নাত এখন জীবন মাঝে হবে নিত্য চেতন উদ্বোধন।
হয়ে পরিপূর্ণ একাত্ম হোক মন্ত্রের এই প্রসার বার্তা জীবন মাঝে উন্মোচনে।
এখন সকল বোধন ও বোধি হোক জাগ্রত জীবন পথের নিবিড় সাধনে।
সাধন প্রজ্ঞার এই উন্মোচনে চেতনার জীবন কর্মের সঙ্গে অন্বয়ে।

**জীবন যজ্ঞে হয়েছে চেতনার উন্মেষ ঃ**

যঃ বৈ যজ্ঞে দক্ষিণাম দদাতি তম্ অস্য পশাব অনু সং।
ক্রমন্তি স এস ইজানো অপসুঃ ভাবুকঃ যজমানেন খলূ বৈ।
তৎ কার্যম্ ইত্যাহু যথা দেবত্রা দক্তম কুর্বিতা আত্মন পশুন
রময়তঃ ইতি। (তৈ. স. ১/৭/১/১৬)
দেবচেতন করতে উদ্বোধন করেছি রচনা দেবযজ্ঞের আহূতি।
যজ্ঞের মূলে রয়েছে যে নিবেদন হৃদয়-মন-প্রাণের সংযোগে।
সাধন প্রাণ যখনই পেরেছে এই মুক্ত বাতায়নের পথেই হয়েছে
আকুণ্ঠ নিবেদন হয়েছে যখনই জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনার আনন্দে।
সাধনের এই পর্ব হয়েছে দেবচেতন নিষিক্ত জীবনের পর্বের মাঝে।
যখনই হয়েছে প্রস্তুত জীবন মাঝে হয়েছে নিত্য প্রবাহ জীবন পথে।
ভগবানে এখন সাধকের ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে জাগরণে।
এখন করেছি বরণ ভগবৎ চেতনের জাগরণ ব্রত হবে ভাস্বর।।

কর্মের জগৎ আর সাধনের জগতকে দূরত্বে রাখা হয়েছে আধুনিক জীবনের পটভূমিতে। কর্মের জগতের জন্য কর্মবিষয়ে মনোনিবেশ বা ধ্যান। যে কোন কর্মের মধ্যে মনোনিবেশ না হলে সে কর্মগুলি হয়ে যায় স্বল্প চরিত্রের। কর্মের বিজয় তখনই হয়ে ওঠে যখন মনের পরিণতিতে হয়ে ওঠে কর্মনিষ্ঠ অবস্থায়। আধুনিক সমাজের কর্পোরেট ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করতে হলে

যেটি প্রয়োজন তা হল যোগ্যতা, ক্ষমতা, কর্মের কৌশল আর কর্মের মাঝে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলিকে একই সঙ্গে পূরণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকা। কর্মের মধ্যেই নিহিত থাকে তার স্বাভাবিক গতিমুখ। এরই পাশাপাশি আবার বিশেষ কারণ ও তাৎপর্য থেকে যায় কর্মের মাঝে। এই বিশেষ তাৎপর্য ক্রমে কর্মের দ্যোতনা আর কর্মের গতিমুখ নির্ধারণ কতরে দেয়। আমাদের যা কিছু কর্ম সামর্থ তাকে নির্ভর করেই কর্মাদির দায়িত্ব নেওয়া-দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ মনটি কর্মের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। এখনই নানাভাবে বলা হয়। এর দ্বারা টার্গেট পূরণ হয়ে যাবে আর টার্গেট পূরণ হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই কর্মের স্বাধীন অস্তিত্বকে মানা হয়। এরই অবস্থায় কর্মের গভীর প্রবেশ করে তার সামান্ন উপস্থিতিই পরিণতি।

The modern food industry and the overeating habits it has spawned is just an example of the 2nd law of Behavioral change : make it attractive. The more attractive an opportunity is, the more likely it is to become habit forming.

Look around, Society is filled with highly engineered versions of reality that are more attractive than the world own anchestors evolved in. Stores feature mannequins with exaggerated hips and breasts to sell clothes. Social media delivers more 'likes' and provise in a few inenntes than we could ever get in the office or at home. Advertisements are created with a combination of ideal lighting, professional make up, and photoshopped edits - even the model doesn't look like the person in the final image. These are the supernormal stimuli of our modern world. They exaggerate features that are naturally attractive to us and our instincts go wild as a result, driving us into excessive shopping habits, social media habits, porn habits, eating habits, and many others.

(James Clear, Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results, Penguin, Random House, UK, 2022, p. 104.)

প্রাত্যহিক জীবনের সব কর্মাদির মধ্যে যা কিছু রয়েছে মূল উপাদান যেমন— জীবন রক্ষা, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জীবনী শক্তি যোগাড় করা। এছাড়াও এগিয়ে চলবার জন্য প্রেরণার দ্বারা প্রতিদিনই নানা পটভূমিতে ও বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে ঐ কর্মাদির মধ্যে প্রয়োজনের দিকগুলিকে স্থির করা হয়। কর্মের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে কর্মটি হয়ে উঠতে পারে নিত্য দিনের মধ্যেকার অনুপম প্রদর্শক। জীবন পথের এই কর্মচেতনা। এমনই পটভূমিতে যদি মন ক্রমশঃ কর্মের গভীরে ডুবে যায় অথচ মনের গভীরে যদি ভগবানকে বরণ ও ধারণ করা যায় তবে ঐ কর্মের হয় ভিন্ন চরিত্র। এপর্যন্ত কর্মের মধ্যে স্বার্থ অন্বেষা যুক্ত হয়ে থেকেছে। স্বার্থ দৃপ্ত যেসব কর্ম তার মধ্যে ফুটে ওঠে নানা ধরনের মনের বিক্ষেপ যার দ্বারা পুরো চেতন সহযোগে কর্ম সম্পাদন করা হয়। ভগবৎ ভাবনা যখন সহজাত হয়ে যায় তার পরিচয় হয়ে যায় ভক্ত। ভক্তজীবন মাঝে ভগবৎ ভাবনার মধ্য দিয়েই আসে অন্য ধরনের অভিব্যক্তি। এগুলির সবই ভাগবতী ভাবনার প্রবাহে হয়ে ওঠে নির্ভেজাল। জীবন পথের মাঝে এখন শুরু হয়ে যাবে ভগবৎ ভাবনার আর বিশ্বাস-ভক্তির সংস্কার সবই মিলে ঐ কর্মের চরিত্র বদল ঘটিয়ে দেয়। জীবনের পথচলা এখন ভাগবতী পর্বের জীবনের গতিও প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভাগবৎ ব্যবস্থার সেরা বা পূজা। সাধক ক্রমাগতভাবে এখন ভাগবতী ভাব ও ভাবনার নিরীখেই গড়ে। বাস্তব জীবন এখন হয়ে ওঠে নিবেদিত। এই নিবেদন হয়েছে জীবনের জন্য। ভগবানে নিবেদিত মনের কর্তৃত্বে যে কর্ম সেটি হয় শ্রেষ্ঠ কর্ম। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে সাধকজীবন কর্মের পথেই ব্রহ্মলাভ করবেন।

**ব্রহ্মরাজ ঃ**

ব্রহ্মণ ত্বং রাজন ব্রহ্ম অসি। সবিতা অসি সত্যসবো।
ব্রহ্মন্ অশন্ ত্বং রাজন্ ব্রহ্মঃ অসি। ইন্দ্রঃ অসি।
সতৌজা। ব্রহ্ম অশন্ ত্বং রাজন্ ব্রহ্ম অসি।
মিত্রঃ অসি সুশেবঃ। ব্রহ্ম অশন্ ত্বং ব্রহ্ম অসি। (তৈ. স. ১/৮/১৬/৮-১৫)

এসেছে জীবনের জাগরণ তরে দৈবী চেতনের আহ্বান।
ভগবৎ কৃপার পরশ এসেছে জীবনের এই সাধনের পর্বে।
রাজার কর্তৃত্ব আসুক এ জীবনে তোমায় করেছি জীবনের রাজা।
একান্তেই এই জগৎ মাঝে করেছি স্মরণ তোমায় সত্যধর্মে।
শুনেছি শ্রবণের গভীরে তোমারই মধুর আহ্বান হৃদয় তন্ত্রীতে।
এখন হোক এই জীবন পর্বে সত্যময় তোমার উপস্থিতি হয়ে স্থিত জীবনে।

জীবনের এই চলার পথে এসেছে যতই সম্ভাবনা হোক তার প্রকাশ ক্ষণ।
হয়েছে জাগ্রত জীবনে চলার পর্বে স্বতঃই বিকশিত দৈবী পর্বের আহ্বান।

**দৈবীপ্রভায় ঃ** বরুণঃ অসি সত্যধর্ম। ইন্দ্রায় বক্রঃ অসি বাত্রঘ্নঃ।
তেন মে রাধ্য দিশো অভ্যয়ম্ রাজ অভ্যুৎ। সুশ্লোকম্।
সুমঙ্গলম্ সত্য রাজন্। অপাং নপ্রে স্বাহা। উর্জো নপ্রে
স্বাহা। অগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা। (তৈ. স. ১/৮/১৬/১৬-২৩)

সত্যের ধারায় হয়েছি স্নাত তোমায় করে বরণ জীবনের সব পর্বে।
তোমার এই বজ্র শক্তির দাপট হোক প্রতিভাত অন্যায়ের সব উদ্যোগ।
এখন আসুক এই জীবন মাঝে অনন্ত চেতনের প্রবাহে দেবরাজের কৃপাপরশে।
রাজ বৃত্তের সব শক্তির প্রবাহ আসুক জীবন চলার এই পথে।
মঙ্গল সাধনের এই সমারোহ আসুক নতুন জাগরণের প্রয়াসে।
এখন দেব রাজার এই সত্য সাধনের প্রয়াস হোক সদাবিজয়ী।
জগৎ মাঝে জীবন জাগরণের বিপুল শক্তি আসুক ভাগবতী প্রভায়।
এই কৃপার পরশে হোক জাগ্রত অনন্ত সলিলে এসে অগ্নি শুদ্ধিতে।।

**সুবর্ণ আবেষ্টনে ঃ** অগ্নেয়ম্ অষ্টকপালম্ নিরপতি হিরণ্যং দক্ষিণা।
স্বারস্বতং চরুং বৎসতারিং দক্ষিণা। সাবিত্রং দ্বাদশ
কপালং উপধ্বস্তো দক্ষিণা। পোষ্ণং চরুং শ্যামী।
দক্ষিণা বার্হস্পত্যং চরুং শিতিপৃষ্টো দক্ষিণা। (তৈ. স. ১/৮/১৭/১-৪)

অষ্ট অগ্নের সমন্বয়ের পথপ্রান্তে আসবে যে সিদ্ধি করিতায় বরণ।
অগ্নির এই দহনে এসেছে ঢেউ জগৎ মাঝে ঢেউ ঐ আকর্ষণের প্রবাহ
দেবী সরস্বতীর কৃপার প্রবাহ এসেছে অগ্নিপ্রবাহে হয়ে শিখাময়।
হয়েছি স্নাত জীবন মাঝে করেছি ধারণ দিব্য মাতার দীপ্তি সাধনে।
জগৎ অগ্নি হোক নিবেদিত সাধনপথে উপলব্ধির নবীন প্রকাশ পর্বে।
জীবনের এই আস্পৃহার পর্বে পর্বে নবীন শক্তির সঞ্চার জীবন মাঝে।
নিবেদনের আগ্রহ হোক আরও দৃপ্ত মহান কর্মপথের সঞ্চালনে।
এখন হয়েছে সময় জীবনের স্বাভাবিক পর্বে বরণ করবার প্রয়োজনে।

**অন্বেষণের প্রয়াসে ঃ** ঐন্দ্রন একাদশ কপালং ঋষভঃ দক্ষিণা। বরুণম্ দশা
কপালম্ মহানিরষ্টো দক্ষিণ সৌম্যং চরুং
বভ্রু দক্ষিণঃ। ত্বষ্ট্রাম অষ্ট কপালং শূল্টো দক্ষিণঃ।
বৈষ্ণবম্ ত্রিকপালং বামনঃ দক্ষিণঃ। (তৈ. স. ১/৮/১৭/৫-১০)

দেবরাজ করেছেন আহ্বান চেতনের উন্মেষের এই পর্বে।
জগতে হয়েছে বিরাজিত যেমন করে হয়েছে দেব ছন্দের আহ্বানে।
হয়ে ভরপুর দেব সুগন্ধ তোমারই প্রেরণায় হয়ে স্নাত জীবন মাঝে।
সদা ভরপুর হয়েছি, সদাই জীবন প্রবাহের আবেশে এই জীবন পর্বে।
এমন করেই দেবকৃপার উন্মোচনে হয়েছে প্রবল জ্যোতির দৃপ্ত প্রকাশ।
সব সম্বল করেছি অর্পন প্রত্যয়ের ভাবসঞ্চার আর শিখা মাঝে।
দেবতার অন্বেষণের হোক অন্ত এই নতুন জীবনের আকর্ষণে।
আসুক নবীন পরিবর্তনের ধারা জীবনের নবীন প্রজ্ঞার সঞ্চারে।

চারদিকের পরিবেশ, পরিস্থিতি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মানুষের নিজের জগৎ আগেকার দিনে কিছুটা

স্বাতন্ত্রের মধ্যে স্থিত থাকতো। আধুনিক সমাজ ভীষণভাবে বাইরের দিকে উঁচিয়ে রয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রচণ্ড মাত্রার মেশামেশির মধ্য দিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার ভিতর থেকে বার্তা ফুটে ওঠে যে মানুষের যা কিছু সবেরকে হতে হবে মানুষের সমর্থনের বা ভাললাগা বা পছন্দের নিরীখে বিচার হয়ে চলে। আর পাঁচটা মানুষ কি বলে এর উপরই অনেকটাই চলে এসেছে নির্ভরতার বার্তা। মানুষ নিজে ক্রমাগত নির্ভর করেই এগিয়ে চলে জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে স্বতঃই। মানুষের সাময়িক বিচারের নিরীখের দ্বারা প্রভাবিত সবাই হয়ে গিয়েছে নানা মাত্রার বাহ্যনির্ভর — এই বাহ্য নির্ভরতার মধ্যে যে মৌল নিরীখ সেটি রয়েছে জীবনের একান্ত বিকাশ একটি বিশেষ ধরনের। এই বিশেষ প্রকরণ এমনই যার মধ্যে একান্ত আকর্ষণ নিজেকে বাইরের সব আকর্ষণীর মধ্যেই হয়ে রয়েছে নিজস্বতার একান্ত প্রকাশ যতই হয়ে চলবে হৃদয়ের সব দ্বার হয়ে উঠবে সঙ্কুচিত। নিজস্বতার গভীর অন্তপুরের খনির মুখ হয়ে থাকে বন্ধ। জীবনের এই উন্মোচনের পর্বে অন্তরের গভীর অন্তঃপুরের খনিসমূহ হয়ে উঠবে কিছু বন্ধ, কিছু খোলা।

The power of context also reveals and important strategy : habits can be easier to change in a new environment. It helps to escape the subtle triggers and cues that nudge you towards your current habits. Go to a new place – a different coffee shop, a beneh in the park, a corner of your room use seldom use and create a new routine there.

It is easier to associate a new habit with a new context that to build a new habit in the face of competing cues. It can be difficult to go bed early if you watch television in your bed each night. But when you slep outside your normal environment, you leave your behavioural biases behind. You are not battling old environmental cues. Which allows new habits to form without interruption.

Whenever possible, avoid mixing the context of one habit with another. When you short mixing contexts, you will start mixing habits – and the easier ones will usually win out.

(James clear, Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results, Penguin, Random House, UK, 2022, p. 88.)

অন্তর মাঝে যখন নিজের চেতনার পর্যালোচনার হয়ে যাবে সূচনা। এমন করেই জীবনময় ব্যাপ্ত যে জীবন চেতন তারই নিজ সম্ভাবনার সূত্রগুলির অনুধাবন করবে, তখনই হবে চমৎকৃত। চমৎকৃত হবে এটার বোধ পেয়ে যে অন্তরে মূল্যবান খনি সব রয়েছে। যেমন করে হবে প্রয়াস-প্রয়ত্ন জীবনময় সব চেতনার প্রবাহের জন্য, তেমনই হয়ে উঠবে জীবনের এই উন্মোচজন পর্ব। চৈতন্যের খনি রয়েছে অন্তরে, হবে এর প্রকাশ খনির মুখ যদি হয় উন্মোচন। যে ভাব প্রয়াস হয়ে রয়েছে শুরুতেই তারই এখন সময় এগিয়ে আসবে নিজেকে ভাল করে বুঝে নেবার জন্য। জীবনের এই পথচলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবার ক্ষণ এসে যায় বিশ্বাসের ক্রম দৃঢ়তা অর্জনের পর্বে পর্বে। যেমন হবে বিশ্বাসের শক্তি তেমনই এগিয়ে আসবে জীবনের সম্ভাবনাসমূহের উন্মোচনের ক্ষণ। সম্ভাবনার এই উন্মোচন পূর্ণতার অভিমুখে যেতে পারবে তখনই জেগে উঠবে প্রেরণার উপাদান। এমন প্রয়াসই জীবনের উত্তরণ ঘটাতে পারে যদি বিশ্বাস গড়ে ওঠে ভগবানে। ভগবৎ বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়তায় ভরে যায় যদি তবে ঐ বিশ্বাসের ভেলা জীবনকে তার প্রচলিত, চেতন গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে দৃঢ় চেতনার ভাবপথে ভগবানকে বরণ করে এই চেতনা হয়ে উঠবে ভাগবতী। এই চেতন গতির সীমাবদ্ধতার পাশ থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিহঙ্গের উড়ে যাওয়াকেও হয়ত হারিয়ে দিতে পারে। বাইরের প্রভাব চলে গিয়ে এবার সুযোগ অন্তরের জগৎকে বুঝে নেওয়া। অন্তরের জগতেই রয়েছে চমক। না জানা হয়েও অন্তরের উপাদান যুক্ত হয়ে যাবে অভীপ্সার ধরনের সঙ্গে। এখন জীবের বিকশিত হবার সময়। ক্রমান্বয়ে একের পর এক ভাববিকাশ জীবের অন্তর মাঝে। এখন ভবানকে অন্তরে ধারণ করে তাঁরই আলোক প্রভায় হবে জগৎ দর্শন।

**নবীন চেতনের সাধন পথে ঃ**

সত্যঃ দীক্ষয়ন্তি সদ্যঃ। সোমং ক্রীনন্তি। পুণ্ডরী
স্রোজামি প্র যচ্ছতিঃ। দশাভিঃ বৎসঃ তরে সোমং।
ক্রীনন্তিঃ। দশাপেয়ো ভবতি। শতং ব্রহ্মণা বিপন্তিঃ।
সপ্তদশং স্রোত্রং ভবতি। প্রকাশৌ অর্ধ্বায়ভ্যৌ দদাতি। (তৈ. স. ১/৮/১৮/১-৬)

সাধন পথের প্রয়াস হয় যখনই জীবনের পর্বে পর্বে।

এখনই হয়েছে ভাগবতী কৃপার ধারা কর্মপথের নিত্য প্রয়াসে।
ভাগবতী পথের দৃপ্ত আবাহন করেছে সৃষ্টি আবাহনের পর্বে আহুতি।
ভগবৎ পথের প্রত্যক্ষ সাধনে চিনে নিতে আহুতের সব প্রকরণের পর্বে।
আহুতির এই ক্ষণে এসে একান্ত বরণ প্রয়াসের এই উদ্যোগ পর্বে।
তোমায় চিনে নিয়েই চলেছি এগিয়ে সর্বব্যাপী আর চিরন্তনী সত্যের বরণে।
সাধন চেতনে হয়েছে নিঃসৃত চেতন রথে এখন ভক্তিরসের সঞ্চালন ভক্তপ্রাণে।
হোক তোমারই উপলব্ধির নিত্য প্রবাহ কর্মের এই নিত্য প্রবাহ পর্বে।

**সত্যসৃজনে ঃ**

স্রজম্ উৎগাত্রে রুক্মম হোত্রে অশ্বম সপ্তির্হি।
প্রতি হোতৃভ্যাম দ্বাদশ পোস্ট্র হোতৃভ্যাম।
বশাং মৈত্রাং বরুণোয় শর্ভঃ।
ব্রাহ্মণাষুং আসিনো সাধন চৈতন্যম্। (তৈ. স. ১/৮/১৮/৮-১৩)

হয়েছে দৃপ্ত যখন জীবনের সব প্রয়াস পর্বের একান্ত নিবেদনে
ব্রহ্ম পথের সব আহ্বান করে সংহত চলুক এগিয়ে।
জীবন মাঝে পরম্পরার সাধনে আসুক নবীন সাধন ধারা।
হয়েছি সম্মত এই একনিষ্ঠ প্রয়াস পর্বের নিবিড় সাধন সম্বলের পর্বে।
এখন ব্রহ্ম পথের একান্তে সত্য পথের একান্ত বরণের পটভূমিতে
সৃজন পথের এই নিত্য পর্বের বহুজনের হিত সাধনের পর্বে।
সপ্তদশ সাধনের সমগ্রতার প্রভাব আসুক জীবন পথ প্রবাহে।
দেবতার দান এই সাধন চেতন হোক মূর্ত এখন অনন্ত অভিযানে।

সত্য জগৎ মাঝে ফুটে রয়েছে সর্বত্র। যা কিছু দেখা যায়, আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় সবই সত্য। ঘটনারাজি যা কিছু ঘটে চলেছে সবই সত্য। জীবন পথের সব ক্ষেত্রের যা কিছু ব্যক্তি-বস্তু-উপাদান সবই সত্য। যত কথা বলা হয়েছে এ পর্যন্ত সেগুলির মধ্যে সত্য মিশিয়ে রয়েছে। মনের মাঝে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে তা সত্য। চিত্তপ্রসাদ সবই সত্য। যে জ্ঞান ভাণ্ডার যত আবিষ্কার সবই সত্য। ব্যক্তি-বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক। সমাজের সব সম্পর্ক সত্য। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সব কাজকর্ম সত্য। জগতের অধিকারে রয়েছে যা কিছু এসব সত্য, জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা মহাজাতিক যা কিছু সবই সত্য। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র রাজির পরিচয় সত্য। নিজের অন্তর মাঝের যদি ঢেউ ওঠানামা করে সে সত্য। ধীর-স্থির-স্থিতধি হয়ে ওঠা মনের একাগ্রতার অবস্থা একই সত্য জগৎ পরিমণ্ডলের সবই সত্য। জীবন সত্য, জগৎ সত্য।

এসব সত্যই ক্ষণিকের! অস্থায়ী। জীবনের সত্য যেন মুহূর্তের জন্যই। এই এখন যা হয়েছে পরবর্তীতে আর তার খোঁজ নেই। জীবন যেন স্রোতের সরণী বয়ে এগিয়ে চলা একটি ভেলা। এর গতিবিধি যেমন জীবনমাঝি নিজে সৃষ্টি করে চলে তেমনি এরই চারপাশের সবকিছুর ঝড়-ঝাপটা এসে পড়ে এর উপর। নিজের ভেলায় কখনও তাই জীবন ভেসে যায়। এ তরণী হয়ে চলেছে সম্মুখের অভিমুখি। এরই মাঝে এসে পড়ে অন্য আবর্ত। যে জীবন হয়ে চলেছে একমুখি-শুধুই জীবন পালন-অর্জন-ধারণ-গড়ন-আর হয়ে ওঠা বরণীয় তার নিজেরই সীমা নিজেকে গড়ে নিতে হবে। জাগতিক আবহ বরণ করে এগিয়ে চলা জীবন ক্রমান্বয়ে জগতের সীমার বেড়ায় হয়ে যাবে বন্দী। জীবনের বিজয়-পরাজয় উভয়ই যেন উবে যাবে কালের স্রোতে।

যে পারে ভগবানকে বরণ করতে সেই পারে। ভগবানকে বরণ করতে হয় অন্তরে বাইরে সর্বাবস্থায় মননে-ধ্যানে-চিন্তনে যতই হবে ভগবৎ বরণ ততই হয়ে উঠবে জীবনের গূঢ় অবস্থান। জীবন দানা বেঁধে থাকে ভগবৎ ভাবের চারপাশে যদি বা সেই জীবনের অঙ্গনে গড়ে ওঠে নিত্য প্রভায় বরণীয় হয়ে গড়ে ওঠা জীবনধন। এমন জীবনধন যার নিত্য প্রভার দীপ্তিতে গড়ে উঠবে নিজ উপলব্ধিজাত নবীন সত্য। নবীন সত্য হল ভগবানকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে আবিষ্কার করা। যে পারে সেই পারে। যখনই হয়ে উঠবে জীবন পথের মাঝে এমন আবিষ্কার-ভগবানকে নতুন করে চেনা হবে, জানা হবে, পাওয়া হবে। শিব সনাতন এখন ফুটে উঠবেন ভক্তচেতনে, জীবনে।

—ঃঃ—

# বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভগবানকে বরণ

## তুলি চ্যাটার্জী

ভক্তি বড় সহজ কথা নয়। ভক্তি ভগবানের প্রসাদ। ভক্তি লাভ করতে হয় ভগবানের কৃপায়। ভক্তি দিয়ে সহজেই ভগবানকে লাভ করা যায়, কিন্তু নির্ভেজাল ভক্তি লাভ অত সহজ নয়। প্রশ্নাতীত বিশ্বাস, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পটভূমিতে ভক্তির বীজ বপন হয়। ভগবৎ ভাবের আনুকূল্যে, ভগবানের সাহচর্যে ভক্তি লতা একটু একটু করে বৃদ্ধি পায়। ভক্তি লাভ করতে হলে তার প্রারম্ভে প্রস্তুতি পর্বের প্রয়োজন। প্রস্তুতি পর্বের মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে বিশ্বাস, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। বিশ্বাসের দাবী অহরহই হয়ে থাকে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এ যেন এক সহজাত আস্ফালন ভক্ত সমাজে, কিন্তু সে বিশ্বাসের জোড় পরীক্ষিত হয় জগৎ-এর প্রেক্ষাপটে। 'ভগবান ভক্তের পরীক্ষা নেন' এমন মনোভাব অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু যে জীবন সাধন পর্বে প্রবেশ করেছে স্বেচ্ছায় এবং নিজের প্রেরণাতেই ভগবানকে বেছে নিয়েছে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে, তার এখন নিজেকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রতিকূল পরিবেশে, যখন মনে হয় সম্পূর্ণ পরিস্থিতিই বিপরীত মুখী, অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্মান জনক, হয়ত এখনই সাংঘাতিক খারাপ কিছু ঘটবে অথবা ঘটে চলেছে, হয়তো জীবন অসফলতা মুখোমুখি হয়েছে কিংবা খুব নীবিড় অবলম্বন ও হারাতে চলেছে, এমন সময় স্বাভাবিক রূপেই মনে হয় 'আমার' সাথেই কেন এমন হয় বা হল। আমি ভগবানের আশ্রয় আছি তাও ভগবান আমাকেই এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে ফেললেন, কিন্তু যদি জীবনের মধ্যে ভক্তির এতটুকু সূচনা হয়ে থাকে তখন জীবন বিশ্বাস করতে শেখে বা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে, চরম খারাপ বলে আজ যা মনে হচ্ছে হয়তো তার পিছনে ভগবানেরই কোনো উদ্দেশ্য আছে যা হয়তো অনেক বড়, অনেক বৃহৎ এবং কল্যাণকারী। তখন জীবনের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলে যায় জীবনের মধ্যে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের সূচনা হয়, যে বিশ্বাস-এ কোনো জাগতিক হিসাব সমীকরণ থাকে না, যে বিশ্বাস ফলাফলের চিন্তা করে না, যে বিশ্বাস ঠিক ভুল লাভ-ক্ষতির বিচার করে না, এই বিশ্বাস ভক্তকে ভক্তির পথে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপন করে এবং এগিয়ে দেয়। এই বিশ্বাস-এর পটভূমিতেই আসে সমর্পণ। সম্পূর্ণ সমর্পণ। যেমন বিশ্বাস ছিল প্রহ্লাদ মহারাজের হয়ে ছিলেন ভগবানের বিষ্ণুর প্রতি। তিনি এমনটা কখনোই ভাবেননি যে আমি ভক্তিতে অবিচল তাই ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন, বরং তিনি মহা আনন্দে ভগবানের নামে নিজেকে নিবেদন করেছেন, ফলাফলের কথা তাঁর মাথাতেও আসেনি। ঋষি সত্যকাম যখন ঋষি গৌতমের আশ্রমে এলেন শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য, ঋষি গৌতম তাকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে আড়াশোটি অসুস্থ ও দুর্বল গরুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জঙ্গলে এবং বললেন যে এই সকল গরুগুলি যখন সুস্থ সবল এবং সহস্র সংখ্যায় উপনীত হবে তখনই যেন তিনি ফিরে আসেন স্বাভাবিক যুক্তির বিচারে দেখতে গেলে এইরকম একটি কাজ জীবনকে শুধু প্রতিকূলতার মধ্যেই উপনীত করে না বরং জীবনকে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয় এবং জীবন হানির সম্ভবনাও থাকে। কিন্তু সত্যকামের মনে এই সকল সম্ভবনার কথা একবারের জন্যও আসেনি বরং সত্যকাম ভেবেছেন গুরু আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছেন এবং সেই আনন্দে ভরপুর হয়ে সত্যকাম জঙ্গলের পথে চলে গেছেন। আর এই বিশ্বাসের দৃঢ়তাই তাঁকে সব রকমে হানির থেকে রক্ষা করেছেন।

এমন হাজার হাজার, অসংখ্য উদাহরণ মেলে ভাগবতের এবং বেদ উপনিষদের পাতায় পাতায়। কিন্তু তার তাৎপর্য সঠিক ভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভক্ত জীবনের জন্য। ভক্ত জীবনের অভ্যন্তরে মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এই জন্য নয় যে ভগবৎ বিশ্বাস তাকে সবহানি থেকে রক্ষা করবে বরং ভগবৎ বিশ্বাস ভক্ত-এর মধ্যে দৃঢ়তা প্রদান করে। যে দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করে ভক্ত কর্মে ব্রতী হয়, যে বিশ্বাস ভক্তকে জানতে, বুঝতে শেখায় যে, ভগবানে আশ্রয়ে আসা জীবনের অনেক কর্তব্য, জগৎ-এর কর্মে তাকে ব্রতী হতে হবে। ভগবানই তাকে সেই শক্তি, সামর্থ্য এবং সাহস যোগাবেন। যে সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে অর্জুন গাণ্ডীব তুলে নিয়েছেন হাতে। এবং এই সামর্থ্যই জগৎ-কে উদ্ধার করেছে বার বার ভক্তের মাধ্যমে। ভক্ত জীবনে এই বিশ্বাসের পটভূমিতেই রচনা হয় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

বিশ্বাস নির্ভর যে সম্পর্কের সূচনা হয় সেই, সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে ভালোবাসার বাতাবরণে। ভালোবাসা ভক্ত চেতনে মধুর ভাব রচনা করে। তখন সদা সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা, তার সঙ্গে কাটানো সময়ের উপাদানগুলিকে কথা চিন্তা, তার সঙ্গে কাটানো সময়ের উপাদানগুলিকে চিন্তা করে, স্মরণ করে, জীবনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ ওঠে। জীবনের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে

যায়। যেন মধুক্ষরণ হয়, জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় যেন জীবন ভাবের জগৎ-এ আরো আরো সময় অতিবাহিত করতে পারলেই আনন্দ পায়। তখন জীবনের অভ্যন্তরে আরো একটি জীবনের হদিস পাওয়া যায়, যে জীবন। একই ব্যক্তি যে বাইরের জগৎ-এ নানা কাজের মধ্যে, নানা রকম ব্যক্তির সাথে নানারকম বিনিময়-এর মধ্যে থেকেও জীবনের অভ্যন্তরে যেন অন্য এক রাজ্যের মধ্যে সদা সর্বদা যুক্ত হয়ে আছেন ভগবানের সঙ্গে। ভগবানকে অভ্যন্তরে ধারণ করে, ভগবানের সঙ্গে নানা প্রকার সম্পর্ক বিন্যাস করতে থাকে। যে সম্পর্কের কিছু স্মৃতি চিত্তের পটভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে আছে, সেই চিত্তই মানসে নানা রূপে পরিণতি পেতে থাকে এবং নানা রকম রূপে ক্রমবিন্যাস্ত হয়। এই সম্পর্কে যতটা বাইরে ততটাই অভ্যন্তরের। এই সম্পর্ক রচনার সূচনা যেমন হয়, তেমনি লীলাস্মরণ, মনন -এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে অভ্যন্তরে। যা এক সময় ভক্তকে ভুলিয়ে দেয় এই বাইরে ভেতরের জগৎ-এর দেওয়াল, তখন এই উপচে পড়া ভালোবাসা ভগবৎ-এর অন্তর থেকে উত্থিত হয়ে বয়ে চলে জগৎ-এর নানা দিকে। তখন ভক্ত সেই ভালোবাসার স্রোতে বিলিয়ে দেয় নিজের 'আমিত্ব'-র গণ্ডিকে। ভক্তের এই বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভক্তি ধেয়ে চলে এক তনু থেকে অন্য অনুতে, ভক্তির মধ্যে আছে নিবেদিত হওয়া, মিশে যাওয়া, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ভক্ত হৃদয় নিজেকে নিয়োজিত করে জগৎ কর্মে। যে ভালোবাসা আর বিশ্বাসে সম্পৃক্ত জীবন সমর্পণের পটভূমি গড়ে তোলে যা ভক্ত হৃদয় শ্রদ্ধার বাতাবরণ গড়ে দেয়। সেই ভক্ত জীবনের দৃষ্টি হয় শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। ভগবানের প্রতি নিয়োজিত জীবন বালোবাসা, শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে ভগবানকে জীবনের রাজা রূপে বরণ করে নিজেকে বিলিয়ে সেবার মধ্যে। প্রকৃত ভক্ত হৃদয় বুঝতে পারে প্রকৃত ভগবৎ সেবা হল দৃঢ়তারসাথে ভগবানের প্রদত্ত কর্মে জীবনকে অতিবাহিত করা। সেই প্রকৃতভক্ত যে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। আবার ভগবানের ইচ্ছা অনুধাবন করতে গেছে প্রয়োজন ভগবানের মনকে বুঝতে পারা। আবার ভগবৎ মনের ঠিকানা পেতে গেলে ডুব দিতে হয় ভগবৎ হৃদয়, তারই ঠিকানা মেলে নিজ অন্তরের হৃদয় গুহায়। যেখানে ভগবৎ বাক্য আসে শ্রুতিতে, ভগবৎ স্পর্শ আছে জীবন মাঝে, ভগবানকে দর্শন করে ভক্ত। এই জীবন সমপ্রত্যয় ভগবৎ জীবনে পরিণত হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যোদ্ধা অর্জুনকে মানবের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ মানুষের আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কারণ অর্জুন একজন যোদ্ধা হয়েও সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে পেরেছেন ভগবানের কাছে। তিনি ভগবানকেই বেছে নিয়েছেন চরম কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে , তিনি ভগবানকে সদা সর্বদা ধারণ করেছেন, তিনি গাণ্ডিব ত্যাগ করেছেন নিজস্ব বিক্ষেপের কারণে কিন্তু কখনোই ভগবানকে ত্যাগ করেননি। তিনি প্রকৃত ভক্ত, যিনি শুধু ভগবানের প্রতি নিবেদিতই হননি বরং তিনি ভগবানের হাতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হয়ে উঠতে পেরেছেন জগৎ-এর প্রেক্ষাপটে ধর্ম স্থাপনার জন্য। তিনিই শ্রেষ্ঠ কর্মী হয়ে উঠতে পেরেছেন। ভক্তি তনুই সবচেয়ে বেশী শক্তির আধার হয়ে ওঠে যাঁর দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন হয়। ভক্তিই জীবনকে দৃঢ়তা প্রদান করে ভক্তির শক্তিতেই জীবনের কার্য সম্পন্ন হয়। যে প্রভু জীবনের মাঝে গড়ে দাও প্রশ্নাতীত বিশ্বাস, ভক্তি আর ভালোবাসায় ভরপুর হৃদয়, যা তোমার কাজ ব্রতী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তোমারই দেখানো পথে এগিয়ে চলতে পারে জগৎ কর্মে আর তোমাকেই লাভ করে জীবনের সব কাজে। জীবনের মধ্যে গড়ে দাও সেই অনাবিল আনন্দের বাতাবরণ।

ওঁ নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়।
ওঁ সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় অক্লিষ্ট কারিণে
নম বেদান্ত বিদ্যায় শ্রীগুরুবে বুদ্ধি সাক্ষিণে।।

—ঃঃ—

# ঈশ্বর হয়েছেন সবকিছু

## মনোজ বাগ

সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোড়া যত সৃষ্টি, এক একটি সৃষ্টির খরচের পরিমাণও কত বিপুল। তা শুধুই কী জড়-সম্পদ? তা তো নয়, তাতে জীব-সম্পদও থাকে। লক্ষ কোটি বছরের সৃষ্টি বাতিল হয়ে যাচ্ছে এক মুহূর্তে, আবার লক্ষ লক্ষ অপচয় এককাট্টা হচ্ছে কত বড় সৃষ্টিতে। সবটাই হয়ে চলেছে একই নিয়মে। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জোড়া আছে একটাই নিয়ম এবং তা পরম সত্যস্বরূপের। কেমন তার গতি প্রকৃতি?

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবাদ আছে, আটাশটা হাড় এক সঙ্গে ভাঙার যন্ত্রণা সহ্য করে এক একজন সাধারণ মা তার গর্ভের সন্তানটিকে জগতে আলো দেখার সুযোগ করে দেন। এই সুযোগটি তাঁরা না দিলে জগতে জীবনের সৃষ্টিচক্রটাই থেমে যাবে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁর বিপুল সৃষ্টি সম্ভারটিকে টিকিয়ে রাখতে ঈশ্বরের কত কত হাড় প্রতিটি মুহূর্তে ভাঙছে তার খোঁজ কে রাখে।

ঈশ্বরের নামে, সত্যটিকে সামনে রেখে চারিটি শো আজকের বিশ্বমানব সমাজেও সর্বত্রই আছে। মহাজগতের তত্ত্বগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি তথ্যাগত সমীক্ষাও মানবের সভ্যতাকে যুগে যুগে নিত্যনতূন আলো জোগাচ্ছে। এত আলোর আতিশয্যেও আজ যে নিকষ অন্ধকারের গ্রাস আমাদের ঘিরে রেখেছে, সেই অন্ধকার জগতের আর কোথাও নেই, আছে আমাদেরই সত্তার ভিতরে। যে ভিতর আমাদের মন। যা সদা আচ্ছন্ন হয়ে আছে ব্যক্তি ধান্দায়। আমি—আমি-এবং আমি। এই আমিই তো সে-ই তিনি... ইত্যাদি-প্রভৃতি। এই ঘন ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণরূপে যে পরম সত্য থেকে আমরা জাত, সেই পরমেই এক হবার আছে আবিশ্বের প্রতিটি মানুষের। নিছকই তত্ত্ব মুখস্থ করে এ হবার নয়। জলের বরফ ধীরে ধীরে জলেই মিলিয়ে যাবার আছে। আত্মাভিমান শূন্য হবার আছে, নিজে নিজেই। যোগ দর্শনে পাতঞ্জলি মহারাজ তাই বলছেন, "অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাং তন্নিবোধঃ"। (যোগ-দর্শন, সমাধিপদ ।। ১২।।)

বলছেন, অভ্যাস করো এবং অভ্যাস করো। অভ্যাস করতে বলছেন বৈরাগ্যের। বৈরাগ্য, ঈশ্বরে সদা একাত্মা থাকার অবস্থা। নিজে সদাসর্বদা ঈশ্বরে একাত্ম থাকার অবস্থা হল, নিজেকে নিয়ে নিজেই সব রকমের আদিখ্যেতায় মেতে থাকার বদোভ্যাস থেকে সদাসর্বদা বিরত থাকা।

আজও এই নিজেতে নিজেই আটকে আছে বিশ্ব মানব মন। আর তার সেই বন্ধনীটি তার নিজেরই আত্মপরতা বা ব্যক্তিপরতা। তার এই ব্যক্তিপরতা তার নিজেরই সৃষ্টি। এইট নিজেকে নিয়ে নিজেরই আমি অমুত, আমি তমুক ভাবনার ব্যাধি। এই ব্যাধি সামান্য আধারে যতটা মারাত্মক অবস্থায় আছে, বিরাট আধারে এর ভয়াভয়তা তার লক্ষ কোটি গুণ হয়ে আছে। যত দিন না ব্যক্তি মন থেকে এই রোগ জীবানু দূরীভূত হয়, এই আমিত্বের অভিমান, এই আমি-কেন্দ্রিক বিধি-ব্যবস্থা, কারো সাধ্য নেই, এই জগৎ জোড়া রকমারি আলো-আঁধারির সব চক্রবূহে বাস করেও একটা সুস্থ, সহজ জীবনেই পরমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ও আত্মগত করা।

মানুষেরই মনগড়া অনেক মডেল, অনেক তত্ত্ব, আকার বা নিরাকারের ভাবনার স্মারক হিসাবে মানুষের সমাজে আছে। আরো নিত্যনতুন ভাবনা উদ্ভাবিতও হচ্ছে কত কত তত্ত্বে। ভারতবর্ষ চির দিনই মুক্ত চিন্তা ভানবার পীঠস্থান। এক ঈশ্বরকে বুঝতে আমাদের তাই একটা আধটা ভাবনায় পোষাবে কেন। রকমারি পদ না হলে আমাদের রসনা তুষ্ট হবারও নয়। তাই এটাও হয়, ওটাও হয়। এও ঠিক, ও-ও ঠিক, আমিও ঠিক, তুমিও ঠিক। এই ভাবনা এই মিলিজুলি ব্যবস্থারই যথোপযুক্ত। কিন্তু সেক্ষেত্রে সবারই জগৎ জোড়া প্রতিপত্তির বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ সংবরণ করাটাই বিধেয়। আগ্রাসন বা আচ্ছন্ন করার ভাব—এক্ষেত্রে দুই-ই মারাত্মক। কারণ এতে সংঘর্ষ অনিবার্য। আজকের বিশ্বে সারা বিশ্ব জুড়েই যা আকছার দেখা যায়। এই এক অধিকার কায়েমি ধ্যান-ধারনায় সুরাসুরে যেন কোন বিভেদ নেই।

শঙ্করাচার্য উপলব্ধি করে দিলেন, ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য। যে সত্য আমাদের চোখে দেখা এই আপাত জগতের সঙ্গে আবার অভিন্ন। এই ভাবনা আমরা বেদ উপনিষদের আদি ঋষিদের মধ্যেও পাই। বিশ্বমানব সমাজে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের শুরু এই ঋষি জীবনে। সেই জীবনের শুরুই পরম সত্যস্বরূপের সঙ্গে এই একাত্মতার বোধ দিয়ে। এই একাত্মতার বিজ্ঞানই জীবন সত্যের সার কথা। আমি আছি পরম ভাবে সত্য এক সত্তার অংশ হয়ে। আমার জীবনের প্রাথমিক দায় সেই সত্যের স্বরূপটি জানা। তাঁর আলো অন্ধকার, কঠিন কোমল, মধুরতা, তিক্ততা—তার সবটাই জানার দায় আমার। আমি তা না জানলে ক্ষতি আমাক। কারণ তাতে আমি নিজের প্রকৃত পরিচয়টি সম্পর্কে তা হলে অনবগত থাকব। তাই শঙ্করাচার্য আমাদের বললেন, তুমি জানো—

"কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রা / সংসার অয়ম অতিব বিচিত্রা।

কস্য তাং বো কুত আয়াত / তত্ত্বং চিন্তয়ং তদিদং ভ্রাতঃ"।

যার সহজ অর্থ হতে পারে, আর আত্মকেন্দ্রিক না থেকে ঈশ্বরময় হও। একটি দুটি কোন কিছুর মোহে, বা কোন কিছুর আকর্ষণে আটকে না থেকে প্রকৃত সত্য জানো।

আজকের বিশ্ব মানব সভ্যতার যা বাড়বাড়ন্ত সবটাই তাকে জানার কারণে। তবে সেই জানাটি অতি সামান্য জানাই তাও মনে

প্রাণে একাত্ম হয়ে জানা তা নয়। একটা প্রবল অস্থিরতার মধ্যে সে জানা। অস্থিরতায় কোন কিছুরই প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। তাই যোগ শাস্ত্রে পতঞ্জলি দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন এই মন স্থির করা প্রসঙ্গে। চিত্তবৃত্তির পূর্ণ সমাহিতি ছাড়া কোন কিছুতেই মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সম্ভবও নয়। কিন্তু এই একটি স্থির সমাহিত চিত্ত নিয়েই মানুষের জীবন ধারাটি এগোবে জগৎরূপী ব্রহ্মকেই জানতে জানতে। জীবনে সদাস্থিত ধীর থাকার সাধনাই অধ্যাত্ম সাধনা। এই জীবত্ব, সদা স্থিত একটি মন নিয়েই পরম সত্যের সদা উপলব্ধি। জীব আত্মা মাত্র, তার সার্থকতা পরম তত্ত্ব জানায়।

কিন্তু এই পরম কণাটিকে বাদ দিয়ে নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বললেন, বেল, বেলের বীজ ও খোলা বাদ দিয়ে নয়, তাতে ওজনে কম হয়ে যাবে। তাই জীবন বাদ দিয়ে জগৎ নয়, জগৎ বাদ দিয়েও মহাজগৎ নয়। জীবরে মুক্তি জগৎ সত্য ও ঈশ্বর সত্য একযোগে জানায়। এটি একটি বিশ্বজনীন দায়। সার্বজনিক দায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বর সত্য কোথায়— বা কতটা। স্বচক্ষে যা যা দেখছি, তার সবটাই তাঁকেই দেখা। অথচ চোখ জানে না। মনের অবস্থাও ভাঙা আয়নার মতো অবস্থা, তাই মন যা বোঝে তা-ও ভাঙা ভাঙা।

কারণ শিশু কাল থেকেই মন টুকরো টুকরো করেই জগতের সব কিছু জানতে শিখেছে। শিশুর সমাজ সংস্কারও তাকে শিখিয়েছে একটা অখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে। এটা তোমার, ওটা তোমার, সেইটা তোমার। ওটা তোমার নয়, ওটা অন্যের। জীবনের প্রথম পাঠেরই শুরুই যদি ঈশ্বর জানা দিয়ে হয়— হাজারো জানার একটা হজবরল অবস্থায় ক্লিষ্ঠ কারোরই হবার কথা নয়। যদিও সমাজের এটাই যেন দস্তুর।

এই বিপরীত ঘটনাও ইতিহাসে আছে। পুরাণে আছে, মহর্ষি নারদ ও প্রহ্লাদের কথা। আশ্রম জীবনে মহর্ষি নারদ দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদকে তার শিশুকালেই শিখিয়ে ছিলেন ঈশ্বর সত্য। তাই ভাগবত ভাবে ভগবান বিষ্ণুর নামের মহামন্ত্র দিয়েই শুরু প্রহ্লাদ জীবনের। সৎ শিক্ষার মাহাত্ম্যে হিরণ্যকশিপুর মতো অহংকারী দৈত্যের ঔরস জাত হয়েও জগতে প্রহ্লাদের পরিচয় হয় ভক্তের। যে ভক্ত জগতের সব কিছুর মধ্যে দেখেন পরম সত্যকেই, পরম ঈশ্বরকেই। আসলে দেখছেন একটি সত্যকেই। যা ভিন্ন আর অন্য নেই। জীবনের পরিপূর্ণতা এই সবের সত্যটি জানা। ঋষি বলছেন,

"সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যঃ তদ্ বেদ উভয়ং সহ। / বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা অসম্ভূত্যা অমৃতম অশ্নুতে।।"

(ঈশোপনিষদ—১৪)

যিনি জগৎ ও ঈশ্বর সত্য উভয়ই জানেন, তিনি অমৃত লাভ করেন। কিন্তু জগতের অনন্ত সম্ভারে মন যে আড়াল হয়ে থাকে। সামান্য এই জীবন আর পাঁচটা সামগ্রীর ভীড়ে যে হারিয়েই থাকে। কে আমি? মহাজগতের ক'জন আমাকে চেনেন। পরিচিত ক'জন ছাড়া আর কারা আমার খোঁজ করেন? চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি কেউ পৃথিবীর দিকে একটা অতিব শক্তিশালী দূরবীন তাক করে আমাকে খোঁজে, দেখতে পাবে আমাকে? কিন্তু আমি আমাকে জানি। যেহেতু আমার চেতনা আছে, আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি আমার অস্তিত্ব টের পাই। এই অস্তিত্বের সঙ্গেই একাকার হয়ে আছেন এক মহাশক্তি মহাবস্থা।

ঋষি বলছেন, "হিরন্ময় পাত্রে সত্যের মুখ ঢাকা, হে পূষণ আমার দেখার সুবিধা করে দাও তুমি। ঐ ঢাকা তুমি সরিয়ে দাও।" হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ । / তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।" (ঈশোপনিষদ—১৫)

ঋষি আবারও বলছেন, "হে পূষণ, তুমি তোমার তেজ সংবরণ করো। তোমার শোভন রূপটি আমি দেখবো। যঃ অসৌ পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্তি"।

"পূষন্নেকর্ষ যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মিন্ / সমূহ তেজো জত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।।" (ঈশোপননিষদ—১৬)

ঈশ্বর জানেন তিনিই সবটা। ঈশ্বর জানেন, তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। ত্রিকালময়। জীব সমগ্রতার সত্য জানতে চায় না। কারণ একটা আত্মকেন্দ্রিক মন নিয়েই তার বেড়ে ওঠা। যে আধারে সমগ্রতার সত্য যে ধরে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "একসের দুধের বাটিতে দু'সের দুধ ধরে না"। তবুও সবটা যে সত্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে, সেটিই আত্মার সত্য। জগতের দিক থেকে দেখলে, এই আত্মারা যেন কণা কণা পরমাত্মাই। মহামরুতে কণা কণা বালি এক যোগে এক মরুতে অবস্থান করে, আমি চাইলেই তা গুনতে পারি। মহাসমুদ্রে এক আধারেই অবস্থান করে অনন্ত জল কণা। এই একটি জল কণা গোনা অসম্ভবই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে একটি একটি জল কণাই একযোগ হয়ে একটি বিরাট আধারে অবস্থান করলেই তা মহাসমুদ্রপ্রমাণ কিছু হয়। এখানও

আছে একাত্মতার অবস্থা। জীব সত্তায় এই এক আত্ম ভাব বা একাত্মতার সত্য শুদ্ধ চেতনাশক্তি জানে। যাতে রকমারি ভাবনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দ্যোদুল্যমানতা নেই।

একটি একটি জলবিন্দু মিশে আছে মহাসমুদ্রে। জলবিন্দুরা জানেই না। একরকমই অবস্থা সাধারণ মানবের। জীবাত্মার সীমাবদ্ধতা তারই পরম অবস্থার সত্যটি না জানা।

—ঃঃ—

# ঋষির প্রজ্ঞা ব্রহ্মধনে নিহিত

## মানবেন্দ্র ঠাকুর

যেমন শিশু। জন্মগ্রহণে তার নিজস্ব কৃতিত্ব বর্জিত। পিতামাতাই অধিকারী এবং মালিক। বেড়ে ওঠার পর্বেও এই কর্তৃত্ব থাকে ততক্ষণ যতসময় পর্যন্ত শিসুর নিজস্বতা না গড়ে। এক সময় শিশু নিজে দাঁড়াতে শেখে। নিজে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। নিজের উপর নির্ভর করতে শেখে। শিশুর জীবনের ভার এবার নিজের কাছেই চলে আসে। নিজের জীবন সম্পদের কর্তৃত্ব ও মালিকানা তারই হয়।

ধর্ম, অর্থ-র সঞ্চালন জীবনকে একটা গতি দেয়। এই গতির অভিমুখ গুরুত্বের। কোন অভিমুখে পরিচালন করতে চাও এই জীবনের ধারা, সেটি গুরুত্বের। জীবন যে অর্থ বোধের পথে এগিয়ে যাবে। জীবন তেমনি পরিণতি প্রাপ্ত হবে। জীবনে যা কিছু কামনা বাসনা রয়েছে তারাও স্ফুর্তির অবকাশ আছে এখানে। বাসনা যেমন, কামনা যেমন— তেমনি স্থির হবে জীবনের গুণমান। বাসনা কামনার জাল জীবনকে বেঁধে ফেলে। একবার এই বাসনা কামনা স্বতঃই বিদ্ধ করতে থাকে। ক্রমাগত আহ্বানে বাসনার গভীর যাকে টেনে নিয়ে যায়। এই খাদে একবার পড়লে তার থেকে নিঃষ্কৃতি দুরূহ। বাসনার বীজ, কামনার রস মন-প্রাণ-হৃদয়কে এমন কেমিক্যাল রিয়াকশনে ফেলে দেয় যার থেকে নিঃষ্কৃতি খুব সহজ নয়। বাসনার বীজ, কামনার বীজ খুবই সামর্থ্যের। এদের রয়েছে বিপুল ক্ষমতা। একবার প্রাধান্য দিলে আর যেতে চায় না। খরায়, বৃষ্টিতে, গ্রীষ্মে, শীতে, সমতলে, পাহাড়ে জলে, আকাশে, স্বদেশে, বিদেশে, ঘরে, বাইরে, শয়নে, জাগরণে—সর্বত্র সবসময়ে এই বীজ প্রাণ-মন-হৃদয়কে নানাভাবে বন্দি করে রাখতে চায়। রাখতেও পারে। বাসনা বিজয় হলেই মোক্ষপথের আকর্ষণ জন্মে। মোক্ষে রয়েছে মুক্তি। কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি। জগৎ চক্রের অধীনতা থেকে মুক্তি কর্ম-কর্মফল চক্র থেকে মুক্তি। মুক্তির পথ আকর্ষণ বহু দূরের। মুক্তির আহ্বান বাইরের যত সময়ে মুক্তির পথে আকর্ষণ তীব্র হয় না। আকর্ষণ তখনই জানাটি হয়ে ওঠে যখন বাসনার বীজ একটু একটু করে শুকিয়ে যেতে থাকে। বাসনা কামনার রসে সিক্ত মনের চাদরটি যখন শুকিয়ে আসে, শুভ্র জ্যোতির্ময় আলোকের উত্তাপে মনের ঐ চাদর যখন ক্রমে শুকিয়ে আসে তখনই জাগে মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা। মোক্ষ পথই সত্যের পথ। ভগবানের পথ। মোক্ষেরও পরে ভাগবতী অস্তিত্ব ভাগবতী চেতনে ভরপুর হয়ে ভক্তির রসে, ভালবাসার রসে টইটম্বুর হতে পারে। এই ভালোবাসার পথ, ভক্তির পথটি আরও দূরের। ভগবানের সহযাত্রী হতে হবে। মন-প্রাণে-হৃদয়ে-তেচনে। সহযাত্রী হতে হবে। সেবক হতে হবে। বন্ধু হতে হবে। ভগবানের দাসানুদাস হতে হবে। ঋষির সাধন মোক্ষ পর্বে। আবার কখনও মোক্ষেরও পরবর্তী। ঋষি পরাশর যে সাধন স্বতন্ত্রতা উপহার দিয়েছেন সেটি মোক্ষ এবং মোক্ষ পরবর্তী যুগপৎ। তার সাধন মার্গটি ব্রহ্মধন লাভের। ব্রহ্মধন হল পরম চেতনের সত্য ধন। এটির অধিকারী ভগবৎ, সন্নিহিত। ভগবানের এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহী, আগ্রহী। তাই ভাগবতী পথেরে সব অংশেই আছে তার রাজ। সে সেবার পথ অবলম্বন করলে সহযাত্রী হয়ে, সহযোগী হয়ে অথবা দূরের দ্রটা হয়ে সেবার একনিষ্ঠতায় ভগবানকে বরণ করতে তৎপর হয়। ঋষি পরাশর তাঁর সাধন পথকে করেছেন উদার উন্মুক্ত। এ সাধন ধারায় রয়েছে তাঁর এগিয়ে যাবার আহ্বান। ক্রমে আবিষ্কার করা ঐ পরম সত্যকে। আর উপলব্ধির আলোয় জীবনকে নতুন করে ক্রমাগতভাবে চিহ্নিত করা। তাই জীবনের সব রূপ-রস-গন্ধ যেন অনির্বচনীয়ের সহেগ একতেয়ব বিধৃত হয়। যে সম্পদ তারই, সেই সম্পদ সাধক অর্জন করবেন। প্রত্যাশা করবেন, বরণ করবেন। জীবন গড়ে উঠবে ঐ সম্পদের আলোকে। জগতের দীপ্তি জীবনের প্রদীপ হয়ে সেখানে মূর্ত হয়ে উঠবে। জীবন এমনই ব্রহ্ম সাধনের পথে হবে ব্রতী।"

বেদ বিশারদ ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদ বিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে, প্রকাশে' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত।

লিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? অগ্নি? বায়ু? বরুণ? চন্দ্র? না, অন্যকোণ দেবতা? একটা প্রথমোক্ত দেবতা চাতুষ্টয় ভ্রান্ত গর্ব বশত নিজদিগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জগতের ঈশ্বর বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন—মহাশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর তাঁরা শক্তিমান। ঐ মহাশক্তির আনুকুল্য ব্যতীত তাঁদের স্বতন্দ্র কোন শক্তিই নেই। দেবী গর্বিত দেবগণের ভ্রান্তি অপশেদন করতে চাইলেন। তিনি কোটি সূর্যের সমষ্টিগত দীপ্তি নিয়ে উগ্রা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে বায়ু ও অগ্নিকে বলেন সম্মুখস্থ এক তৃণখণ্ডকে স্নানচ্যুত বা দগ্ধীভূত করতে। কিন্তু তাঁরা পারলেন না। পরাজিত ও লজ্জিত দেবগণ উপলব্ধি করেন একখণ্ড তৃণের তুল্য শক্তিও তাঁদের নেই। বৃথাই তাঁদের অহঙ্কার। আরো তাঁরা জানতে পারেন— ঐ যে চোখ ধাঁধানো প্রচণ্ড জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তিনিই সকল শক্তির আধার। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ,বিশ্বদেবগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, পুষা ভগ আদি দেবগণের যে শক্তি, তা ঐ দেবীরই করুণার দান। তিনি সকলের উপরে শ্রেষ্ঠা। তিনিই নমস্যা ও আরাধ্যা। গর্বিত দেবগণের শির অবনমিত হয় দেবীর অভয় শ্রীচরণে। তাঁরা প্রবৃত্ত হন দেবীকে জগদ্ধাত্রী রূপে আরাধনায়।

কেনোপনিষদে অনুরূপ এক জগদ্ধাত্রী রূপে আরাধনায়। বলগর্বী ইন্দ্রাদি দেবগণের অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন। দেবগণ মনে করেছিলেন তাঁরা যে অসুরগণকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করেছেন তা তাঁদের নিজ ভুজবলেই। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল ব্রহ্মশক্তির সাহচর্য ব্যতিরেখে একগাছি তৃণকে দগ্ধ বা স্থানচ্যুত করার শক্তিও অগ্নাদি দেবগণের নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশক্তির শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। সিংহ কেন জগদ্ধাত্রীর বাহন। দেবী দুর্গা ও দেবী জগদ্ধাত্রী মূলত একই। উভয়ে পার্থক্য বড় নেই। যে কারণে সিংহ দেবী দূর্গার বাহন। একই কারণে সে দেবী জগদ্ধাত্রীরও বাহন। সিংহ কেবল মহিষের মাথার খুলি ভেঙে দিতেই কৃত বিদ্য নয়, তার ভীষণ চপেটাঘাতের প্রচণ্ড আক্রমণে গজকুণ্ডজাত মুক্তারাশিও মুক্ত হয়ে ভূতলে ছড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং মহিষাসুরমর্দিনী জগদ্ধাত্রীর সহিত বাহন সম্বন্ধে আবদ্ধ সিংহের সমাবেশ অযৌক্তিক নয়। দেবী জগদ্ধাত্রী শক্তিরূপা, সক্তিবিগ্রহা, শক্ত্যাচারপ্রিয়া, তদীয় বাহন সিংহ শক্তি উদ্যম ও পুরুষ কারের প্রতি মুর্হি। দেবী জগদ্ধাত্রী জগতের প্রলয়িত্রী, পোষয়িত্রী। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা বলেন পশুরাজ সিংহের মধ্যেও আছে পালন ও পোষণের রাজকীয় ভাবটি। অন্যান্য হিংস্র ও মাংসাশী প্রাণীরা কারণে অকারণে জীব হিংসা করে। কিন্তু সিংহে অকারণ জীবহিংসা বিরল। শুধু ক্ষুধার্ত হলেই সে শিকারান্বেষণে প্রবৃত হয়। স্বামী নির্মলনন্দের দেবদেবী ও তাদের বাহন বইটি থেকে সংগৃহীত।

জয় মা — জয় মা — জয় মা

—ঃঃ—

# তোমার প্রকাশ

## সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তুমি আছো সূর্যের তপ্ত তেজে
চন্দ্রের উদার কোমল আভায়
তুমিই চেতনা বুদ্ধি অধ্যাবসায়
তুমি আছো সামবেদে তুমিই ইন্দ্র
পরমেশ্বর তুমিই তুমিই কালের বজ্র
শৃঙ্গ সম্মিলিত তুমিই মেরু পর্বত
তুমি উচ্চৈঃশ্রবা তুমিই ঐরাবত
তুমিই কপিল তুমি বেদব্যাস
তুমিই স্পন্দন তুমি অনন্ত আকাশ
তুমিই উচ্ছ্বাস তুমিই সাগর
তুমিই রাজা তুমিই বাসুকি
তুমিই কার্তিকেয় দেবসেনাপতি
তুমিই গরুড় তুমিই জাহ্নবী
তুমিই কীর্তি, তুমিই স্মৃতি, ক্ষমা, ধৃতি
তুমিই প্রহ্লাদ তুমিই যক্ষ্ম
তুমিই ঝিরিঝিরি পাতার অশ্বত্থ বৃক্ষ
তুমিই স্থাবর তুমিই জঙ্গম
তুমি হিমালয় তুমিই দেবাত্মা
তুমি উৎসাহ তুমি ঐশ্বর্য তুমিই শ্রী
তুমি আছো আমি আছি তাই
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তার তাবৎ প্রাণী।

—ঃঃ—

# Faith and Devotion to God Leads to Transcendence

**Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee**

Faith in the usual pattern of life is something which may be considered incidental and transient. As such faith requires not only repeat impact on the functioning of life, but also the sustained effort to see that faith remains strong over a period of time. Faith as a human quality may be on anything. It could be faith in factors of life that help in human journey and propel the forces of growth and elevation. Faith in one's own ability to perform and achieve surely should have direct impact on the person. Faith in a system, process, everything may lead those things to their ultimate state of attainment. Faith in the person's own strength, power and valour would induce additional energy in the personality and thus many elements of human life to some of areas of impossibility. The terms of achievements in life, strong faith can induce and stimulate the power of mind which in turn can make one accomplish the work of the world in such a fashion that the cherished things of life are accomplished.

*'Sarve veda yat padam amanasti*
*Tapamsi Sarvani cha yat badanti.*
*Yat ichhonti brahmacharya cha charanti*
*Tat te padam samgrahanena brabimi Om itietad'*

*(Katha Upanishad 1-2-15)*

However, when a person aspires to be on the spirit of God in the unique way of her of his idea and thoughts, the person would cultivate the spirit of divine in the unique manner which would contribute to making of the faith in divine. Faith in the divine spirit goes a long way to make human being understand the strength and focus of the spirit in the running of the life. Thus, the faith in God in the usual scenario makes one way and it differs on its whatabouts. The divine urge thus makes things collate in such a manner that thoughts for work, action on realistic position and that of the objectives of lives are all collated together to have the realization that the life lived and worked with has the blessed presence of the divine spirit within. The mindful oration or mantra in a way begets the spirit in fragments or the total can impact in life. Thus, the cosmic presence of the divine gets connected through the mindful oration of 'Om' in the heart and mind of people. Individual journey, thus makes things happen in the way of divine wish.

*Etad eva hi auksharam Brahmah*
*Etad eva hi auksharam param.*
*Etad eva hi auksharam jnajtva*
*Yah yad ichhanti tasya tad. (K.U. 1-2-16)*

Divine presence in the spirit of things is thus infused in the actual details of thoughts of a person. Thus, the thoughts are aligned in such a way that connects with the facts of the future peril which are likely to be perceived everywhere. The factors of life thus make it into the focus of a spirit which the person needs to discover through the process of continuous thoughts and cultivation

of the spirit. As such, the process of understanding the discovery of the power of realization of the spirit. The supreme has spread the elemental consciousness of the mindful oration of 'om' would lead to the thoughts of the person of the divine spirit in the manner that the divine spirit would like to have the spread of divine consciousness everywhere across. The supreme is conceptualized in the formless, indeterminate in the cosmic presence. Though the spirit has infinite presence, yet they felt presence of God the supreme offers everything of life and becomes drenched in the spirit. Thus, the realization of God being present in the deep core of the heart of the person makes him or her realized. Consciousness has the spirit of divine in life and thus the influence of those percolates down to the spirit of the mind, heart and the human senses. Transformation happens in this situation.

There are ways to look at the world, its contents and possessions. The world maintains its position as a whole in the identity of having made wide variety of things within. The variety of things that the world has in its possession has in each of its phase of doing things in association with the position that is available at its required points. The Earth system would thus live up to the position of its growing together with some of the cosmic bodies. Cosmic bodies like the Sun, the Moon, the stars and others with the identity of planets do the same thing as the Earth does in its own capacity. The solar system thus makes the earth vibrant with its endowments. As it is to be vibrant, it can then project the emergence of the spirit of doing the same kind of providence as the earth system may prefer for sustenance.

*Na jayatae mriyatae va vipaschit*
*Na ayam babhubah kutaschit na kaschit.*
*Aujoh nityah shaswatah ayam purano*
*Na hanyatae hanyamanae sharirae.* *(K.U. 1-2-18)*

Vedic identity of life skilled through the process of maintaining and continuation of the spirit of collective existence of the basis of fundamental experiences. This suggests that some common element exists which tries to impact his existence along with all different forms of life. Collective form of living, as it puts across, makes the earthly living very comprehensive in its scope and converge throughout. Things that are visible on earth pass through a constant phase of change and possible transformation. The process of such change and transformations at times all occur on the surficial levels of understandings. Thus, the factors of realization in such cases derive from the factors connected with existential realities of the factors on earth.

However, there is another dimension that is looked into as required basis of living on earth. At core of human existence, a constant factor remains. Sages of the Vedas has identified these as the Atman. Atman is an invisible, non-detectable object residing within the core of human heart and remains there as the eternal, having recognized the empirical but different in nature of the factors. It is eternal, therefore has no birth or death.

*Aunoh aunoyinan mahato mahiyan*
*Aatmasya jantoh nihito guhayam.*
*Tam aukratuh pashyatih vita shokah*
*Dhatu prasadat aatmanam tat mahimanam pashyati.* *(K.U. 1-2-20)*

This central body, Atman, can be imagined as an air ball. This air ball does not have any

external formation. It contains extremely powerful and potent energy within and is connected with invisible non-material cord with the life. This Atman is eternal and present in all fragments of time, but tries to support life only when life begets that or aspires for that through spiritual process. In this, the presence of Atman is a fact or the most important factor of life. Atman puts forth energy for the life at its different phases. The individual life is driven and guided basically by a combination of thoughts, the mental and the knowledge components of life. Vital puts forth the energy and power to function in life. The role of Atman thus remains that of a witness in the functioning in life. This happens across time. The word factor in this is the basis of living the life. The basic issue is the understanding of life of its purposive orientation. A self-driven question may thus be identified. What actually or even approximately the purpose of human life a basic question of life may have, apart from others, what is the purpose of this life? This being one of the vital issues for life, the responses are really very wide in nature. Some of the responses are centric to the empirical parameters of life. Empirical parameters would push the objective of life towards fulfilling material gains - wealth, position, power, happiness, career achievements, recognitions, fulfilments.

Psychologists in general and applied psychologists in particular have identified human person as needing animal. All sorts of needs are included in the list of the needs and classify them as that of animals. Animal mind behaves in such a way that lives on earth centered around what they focus on as their need. To take an example of animal behavior, we can look into the prospective design of the thing in a way that sets example of the animal behavior. One such could be the areas of reproductive wish and that of the fulfillment of aligned desires. The aligned desire attempts to fulfill the wish in such a way that would provide constant feeding into the rising desires. Sometimes which could be direct vulgarism and dirty habits. In this context of human desires assumed to have followed the true mechanism of the quest for satisfaction.

*Atmanam rathinam biddhi shariram ratham eva tu.*
*Buddhim tu sarathim biddhi manah pragraham eva cha. (K.U. 1-3-3)*

The *Atman* that resides within the core of heart forms the muscles of the living system. Within the structure and forms of the human person, it is thus the personality and ultimately the individuality of the person that can connect with *Atman.* If it attempts to connect with the Atman, it can have the opportunity to discover the presence of *Atman* within. *Atman* may take the form which is even smaller than the smallest ever conceived of and on the other hand larger than the largest of an object in this creation. Atman, as such, moves across over a period of time. The movement would thus cover specifics of the individual in her or his life. Specifics of action, called *'karma'* takes into account of the factors of work, especially the intent of the work. Work that is performed with the objective of fulfilling the dimensions such as the direct method of the practice of spirituality through the work. In this case, the action or the agenda of action turns into a method that would lead to realization that this body is like a living chariot. The body as the living chariot carries forward the *Atman* as it is seated on the chariot.

*Esha sarveshu bhuteshu gurhah Atman na prakashatae.*
*Drishyatae tu augnayae buddhyah sukshmata sukshma darshivi. (K.U. 1-3-12)*

The presence of *Atman* within the cave of heart is not for matter of public, rather this is something which requires the deeper understanding by the person oneself that such relation exists.

In the factors of the actions of life the person would have earned and gained appropriate knowledge. This invariably should include the factors of real actions of life. While we can identify the process of doing actions in life, we would come to the understanding that the person has gained her or his own understanding that the work and thought are all driven by the mind and as such the way it progresses forward, it gets the life all understanding based on the readings made by the internal organs as intellect, mind and rational empirical process. The rational empirical process, as such, was the basis of the directive for work, collating and collecting the dimensions of work is running dimension of life. As such the regular work forms a part of the person's agenda of spiritual understanding when the thought arises for work, the person now gets ready in mind and heart to dedicate the work for a cause which again ultimately serves the spiritual quest for having not only realization of God in remote sense but opportunity may arise when the person gets further deluged in spiritual realm of life. In the spiritual realm, the choice of life would now get identified as it has to get deluged in the spiritual thoughts. In this respect, the spiritual view of life suggests and implies being free from all desires of life. The person now may aspire to get into spiritual practice in life for a wholesome growth of consciousness. Person now would realize the presence of divine within. Then it comes on life to have a different pathway for life in modern context.

The pure soul is residing within each life and as such makes life not only vibrant to move about but at the same time to create within the understanding of the divine presence. This understanding happens through the spiritual method of introspection. In the spiritual process, the most important aspect is the matter of quest in life. The matter of quest in life may have tuned towards going to have the basis of real existence of the person. Personal identity would be truly discovered once the true self is given freehand journey of human consciousness. The miniscule and vast infinite are identified as the revealed identity of the divine. Supreme residing within can be discovered and establish connection with the empirical dimension of life.

*Aungushtha matrah purushah jyotih audhumakah.*
*Ishanoh bhutah bhabyasya sa ebadya sa yu shvah.*
*Etat vai tat. (K.U. 2-1-13)*

The wholesome truth is the formless form of the external being. Daily worship as such in the realm of spiritual realisation and that of ultimate objectives is that particular person. The potential actions can be aligned thus to deliver. This is the basis of new and unique civilization for the future of mankind.

The supreme truth is the supreme strength and the cause behind the creation, maintenance and ongoing of this creation in the forward phase of human existence. The creator force exists in the cave of heart of each human being in the form of a very small entity. This is again a formless entity but having contained the power of the wholesome. The name taken is *Atman.* This formless, very minute, infinitesimally small entity contains all human power and energy in the system. *Atman* is minutest of all kinds of smallness. It is invisible, like the light rays having formed a very small impression of light around and as such having the potent which is important for any kind of living on earth. Each individual, for that matter, carries forward in her or his existence the living impulse of a human being but contains pure truth.

*Ekah bashi sarba bhutah antaa aatma*
*Ekam rupam bahudha yah karoti.*
*Tam aatmastham yah aanupashyanti*
*Dhirah sa tesham sukham shashvatam na itaresham. (K.U. 2-2-12)*

*Atman* is the God represent in wholesome form to contain the essence of thoughts and actions of the past in the form of memory. Memory is contained in the focus of the Atman having taken the form of humans but with the potent to become the representative form of that living soul. The Atman thus represents not only the essence of the thoughts and actions are patterned into a profile of the same fragments in the context of emerging realities. The soul remains silent, dormant or just hides itself against the focus of the earth system. Sitting within as a silent witness, the soul remains indifferent to the events in such a way that makes things occur in the right perspective. It is actually a witness function. The focus of the *Atman* is to remain within the life wherein the right kind of focus is needed for the maintenance of things by the life. Thus, the factors of realization that talks about the differentiated factors of the world. The role of *Atman* remains the same until it is asked for. The basis of life is determined by itself. Intellect and mind together drive the human life forward. immensely gradually. However, the cause may arise for the Atman to get involved. This arises only when the focus of life changes. With God-seeking having endorsed and included within, the focus changes to the life. *Atman* may turn wishful and bless the life with vibrant presence and some kind of intense participation within.

The supreme truth has to be realised in the intrinsic domain of an individual with the consistent efforts and urge to have the spirit of the same in the light of the emergence of human reality across the world. It makes a point that the infinite gets revealed through phases in the urge or the spiritual quest of persons in any way. It depends on the context that is created in the intrinsics of a person. The intrinsic factors are actually driven by the values based on which the person has created his or her own personality and character. The qualities that are classified as that of *Sattwa* or truth-based personality. These personalities are free from the vices like greed- lust-anger-hatred-gluttony etc. and makes the mind free from such vices always to have the pathways created for God realization.

*Na tatra suryah bhati na Chandra tarakam.*
*Na ima vidyutoh bhanti kutah ayam agni.*
*Tam eva bhantam aunubhati sarvam.*
*Tasya bhasha sarvam idam bibhati. (K.U. 2-2-15)*

The quest for supreme arises in the context of the spiritual aspiration for realization of God. The first spirit focuses on the spirit of God in his transcendental reveal. In the transcendental revelation, God takes any of the structures or forms of the creation and as such shall make it out of the domain. In his quest for things, it may have the focus and thought, which would be brought to the fore for the right kind of revelation before human consciousness. The earth consciousness or for that matter an ordinary consciousness of a human person cannot have the realization properly. Only a fragment of the vast infinite existence of God is known as the realm and basis of the wholesome truth. Cosmic existence is thus made into soothing in such a manner that devotee may be able to reach out to the realm of divine truth in its own way.

*Urdhva mullah aubaka shakhah*
*Esha ashvatah sanatanah.*
*Tat eva shukram tat Brahmah tat*
*evam aumritam uchyatae.* *(K.U. 2-3-1)*

The supreme truth is only self-revealing. He can be visualized in any form when it comes from him as the inroads. The supreme revelation as such makes the inroads for the emergence. Even this Sun being so powerful and penetrating in its own way that it reaches all corners of our known world. But this magnanimous sun on its own power cannot see him in total perspectives and thus all the factors of such spread are not only the spread of light and power together. In that infinite vast identity of God, the Supreme, the Sun, cannot make things visible. Nor even the moon, the stars and other illumined bodies. All illuminations are that of the supreme and the gift of illumination from the supreme has actually been the cause of the Sun being a solar light and energy, the moon being the soft soothing light of divine blessings and the providence that makes the life on earth the best oriented in terms of the factors of existence and focusing on the orientation of the mind of spiritual aspirant. As such, it makes a long way that the purpose of the same is alone with devotion. The sun, the moon, the stars, the fire, and any other source of illumination cannot reach out to or unfold the truth of the divine on their own power. However, the blessed existence of the divine can make a devotee realize him on appropriate consecration.

The onset of realization is not the end of it. It continues based on the wishes of the devotee. The devotee may or may not be in a position to take it forward. It is a vision that needs to perpetuate. The Supreme, in His cosmic revelation, makes His universal appearance as an infinitely large tree of figs or banyan, having its invisible roots above in the infinite sky and then having extended its trunk to the entire cosmic space to contain all the material formations that the infinite space is having and at the same time, the branches, sub-branches, leaves, all are spread across the length and breadth of the world. Thus, all and sundry are covered by the infinite spread of the same divine entity. The supreme thus makes a faint of having presence in all existential element.

*Yat idam kim cha jagat sarvam pranah ejati nishritam.*
*Mat bhayam bajram udyatam yah etad biduh aumritam bhabanti.*
*(K.U. 2-3-2)*

The infinite formless tree is known as *'Kalpa-Briksha'*- the eternal tree of creation. It is seeded by Lord Shiva in complete fatality to have the respective formations. As such, the same has been explored in the context of the flow of time. It is the flow of time that makes things clear in perspective. The divine intended for the creation on the wish to experience being many from the truth of oneness. Oneness is expressed through the appearance of him in the form of the *'Kalpa-Briksha'.* It allows the entire creation to get sustained on the vital energy and input that was there in the case of the *Kalpa-Briksha,* infusing vital energy in many ways. The vital energy that has gone into, that has other aspects of existence as expressed through individual realization. Thus, one would develop the spiritual vision that the life here on earth gets continuous support from the cosmic existence of God and getting sustained throughout.

—::—

# সত্যের পথ

## প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

**SATYER PATH** **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
**1st February 2026** **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
**Magh–1432**
**Vol. 23. No. 10** **Price : Rs. 5/-**

# দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

## অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
**Website** দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.